Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Chaitra 12, 1430 Bangla, March 26, 2024, Tuesday, No. 86, 54th year

H I G H L I G H T S

Today is 54th Independence & National Day. Govt. has organised elaborate programmes at national level to celebrate the day in a befitting manner. (Jago FM: 18)

PM Sheikh Hasina in an address to the nation marking Independence and National Day says, a country can be moved forward with limited resources through political will & proper planning. Adds, govt. is trying hard so that common people do not suffer during Ramadan. (R. Today: 16)

King of Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck held meeting with Prime Minister Sheikh Hasina. Bangladesh and Bhutan signed three new MoUs and renewed one old agreement. (VOA: 11)

AL GS says, because of BNP, BD has not yet got int'l recognition of genocide of Pakistani forces during 1971. BD did not get fair dues from Pakistan & bearing the burden of Pakistani citizens for many years. (Jago FM: 22)

BNP SG says, AL is imposing one-party rule by cheating in the name of democracy. Adds, they have no moral rights, no governance and no constitutional rights. (Jago FM: 21)

Thrown away of Kashmiri shawl by BNP leader Ruhul K Rizvi amid campaigning to boycott Indian products on social media is now on discussion. Question has arisen about position of BNP on this matter. (DW: 13)

In the first eight months of the current financial year, govt has repaid $203 million foreign debt including 80.59 million USD interest. While in the same period of last year, it was 142.41 million dollars. (Jago FM: 22)

Conflict betn Myanmar forces & Arakan Army in Rakhine state has escalated again. From Sunday night, gunshots & mortar shell explosions were heard from across Naf river. (Jago FM: 22)

After onion & sugar, now unrest has started in Ctg wholesale rice market. Rice traders say price of rice has increased due to sudden increase of fare from northern region to Ctg & supply of paddy has reduced. (Jago FM: 23)

Due to low prices & good quality, country's leather & leather products have gained trust of foreign buyers. But, the industry is not able to utilize export potential due to lack of int'l standard certification. (Jago FM: 20)

8 people, including a 9-year-old boy, sustained bullet injuries in a clash between two groups of villagers over longstanding local rivalry at Naora area at Rupganj upazila of Narayanganj. (R. Today: 18)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ১২, বাংলা ১৪৩০, মার্চ ২৬, ২০২৪, মঙ্গলবার, নং-৮৬, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

আজ ৫৪তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। (জাগো এফএম: ১৮)

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদ দিয়েও একটি দেশকে এগিয়ে নেওয়া যায় । পবিত্র রমজানে সাধারণ মানুষের যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য তার সরকারের আপ্রাণ চেষ্টা রয়েছে বলেও জানান তিনি। (রে. টুডে: ১৬)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক। বাংলাদেশ ও ভুটান তিনটি নতুন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং একটি পুরনো চুক্তি নবায়ন । (ভোয়া: ১১)

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, `বিএনপি পাকিস্তানি দালাল, এদের কারণে গণহত্যার স্বীকৃতি আজও আমরা পাইনি। পাকিস্তানের কাছ থেকে আমাদের ন্যায্য পাওনা আমরা পাইনি। পাকিস্তানি নাগরিকেরা বছরের পর বছর বোঝা হয়ে আছে। (জাগো এফএম: ২২)

ছদ্মবেশে গণতন্ত্রের কথা বলে আওয়ামী লীগ একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, এদের কোনো নৈতিক অধিকার নেই, শাসনতন্ত্র ও সাংবিধানিক অধিকার নেই। (জাগো এফএম: ২১)

বেশ কিছুদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য বর্জনের প্রচারের পর বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর কাশ্মিরি শাল ছুড়ে ফেলে দেয়া এখন আলোচনায়। এই বিষয়ে বিএনপির দলীয় অবস্থান কী না তা নিয়েও আছে প্রশ্ন। (ডয়চে ভেলে: ১৩)

চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে সরকার ৮০.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সুদসহ ২০৩ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করেছে। যেখানে গত বছরের একই সময়ে তা ছিল ১৪২ দশমিক ৪১ মিলিয়ন ডলার। (জাগো এফএম: ২২)

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মি ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সংঘাত ফের বেড়েছে। রোববার রাত থেকে আবারও মর্টারশেল ও গুলির শব্দ ভেসে আসছে বাংলাদেশ প্রান্তে। (জাগো এফএম: ২২)

পেঁয়াজ ও চিনির পর এবার চট্টগ্রামে পাইকারি চালের বাজারে শুরু হয়েছে অস্থিরতা। চালের আড়তদাররা বলছেন, উত্তরাঞ্চলের মোকাম থেকে চট্টগ্রামে চাল পরিবহনে হঠাৎ করে অন্যায্য হারে ট্রাক ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া এবং ধানের জোগান কমে যাওয়ায় বাজারে চালের দাম বেড়েছে। (জাগো এফএম: ২৩)

কম দাম ও ভালো মানের কারণে দেশি-বিদেশি ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে দেশের চামড়া ও চামড়াজাতপণ্য। তবে আন্তর্জাতিক মান সনদ না থাকায় রপ্তানি সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারছে না শিল্পটি।
(জাগো এফএম: ২০)

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কায়েত পাড়ায় জমি ব্যবসা নিয়ে পুরনো দ্বন্দ্বে আবারও সংঘর্ষে ঘটনা ঘটেছে। এতে এক শিশুসহ অন্তত ৮ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে । (রে. টুডে: ১৮)

বিবিসি

বাংলাদেশে তরুণ ছেলেদের চেয়ে তিনগুণ বেশি `নিষ্ক্রিয়, মেয়েরা

বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই আছেন নিষ্ক্রিয় অবস্থায়। অর্থাৎ তারা পড়াশোনা, কর্মসংস্থান কিংবা কোনও ধরনের প্রশিক্ষণে নেই। বাংলাদেশের ছেলেদের চেয়ে এই নিষ্ক্রিয়তার হার আবার তিনগুণেরও বেশি মেয়েদের ক্ষেত্রে। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী মেয়েদের নিষ্ক্রিয়তার হার শতকার ৬০ দশমিক ৮৫ শতাংশ। বিপরীতে ছেলেদের এই হার ১৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ ছেলে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস, ২০২৩ জরিপে উঠে এসেছে এসব তথ্য। বিবিএস-এর এই জরিপে নিষ্ক্রিয় তরুণের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বয়স সীমা ধরা হয়েছে ১৫ থেকে ২৪ বছর। বিবিএস-এর জরিপ বলছে, নিষ্ক্রিয়তা বিবেচনায় তরুণীদের হার ৬০ দশমিক ৮৫ শতাংশ। যদিও আগের বছরের চেয়ে তা কিছুটা কমেছে। আগের বছর এ হার ছিল ৬১ দশমিক ৭১ শতাংশ। অন্য দিকে তরুণদের মধ্যে এ হার ১৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ, যা আগের বছর ছিল ১৮ দশমিক ৫৯ শতাংশ। বিশ্লেষকরা মনে করেন মেয়েদের বাল্যবিবাহ, দক্ষতার অভাব, শিক্ষার মানের ঘাটতি, জলবায়ু পরিবর্তন, করোনা কিংবা মূল্যস্ফীতির কারণেই তরুণদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা বাড়ছে। অর্থনীতিবিদ বিনায়ক সেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "১৫ থেকে ২৪ বছর হলো প্রাইম এইজ। এই বয়সের ৪০ শতাংশ তরুণ-তরুণী কিছু করছে না, এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।" তিনি প্রশ্ন রাখেন, এই বয়সে যদি তারা পড়াশুনা বা কর্মসংস্থানে না থাকে তাহলে তারা করছে কী? শিক্ষাবিদদের কেউ কেউ বলছেন, বাল্য বিবাহের কারণে অনেক নারীদের আগে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে নারীদের মধ্যে এই হারটা অনেক বেশি। শিক্ষাবিদ রাশেদা কে চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এই সব তরুণ-তরুণীদের অনেকে প্রথাগতভাবে পরিসংখ্যানের ভাষায় কোনও কিছুর মধ্যে নেই। যে সমস্ত জায়গায় তাদের কর্মসংস্থান সে সব জায়গাতেও তাদের সুযোগ কমে গেছে।„ বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি ১৫ লাখ। যার মধ্যে প্রায় ১ কোটি ২৮ লাখই কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের বাইরে রয়েছে। যেটিকে অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় এনইইটি। অর্থাৎ এই সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৯ শতাংশের বেশি। বিবিএস-এর এই জরিপ তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, যারা শিক্ষা কর্মসংস্থান কিংবা কোনও ধরনের প্রশিক্ষণের মধ্যে নেই তাদের বড় অংশের বসবাস গ্রামে। যাদের সংখ্যা ৪১ দশমিক ৩০ শতাংশ। আর শহরে বসবাসের পরও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে ৩৫ দশমিক ২১ শতাংশ।

পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে প্রকাশিত সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে নিষ্ক্রিয় তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সিলেট বিভাগে। আর সবচেয়ে কম বরিশাল বিভাগে। বিবিএস-এর হিসেবে সিলেটে ৪৩ দশমিক ৯৮ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৪৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ, ময়মনসিংহে ৪০ দশমিক ৫০ শতাংশ, খুলনায় ৩৯ দশমিক ৬৬ শতাংশ, ঢাকায় ৩৯ দশমিক ৫৩ শতাংশ, রাজশাহীতে ৩৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ, রংপুরে ৩৯ দশমিক ৪ শতাংশ এবং বরিশালে ৩৮ দশমিক ৩২ শতাংশ তরুণ নিষ্ক্রিয়। অর্থনীতিবিদ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "গ্রামাঞ্চলে এখনো দেখা যাচ্ছে বড় অংশের নারীদের বাল্য বিবাহ হচ্ছে, সে কারণে বড় একটা অংশ আর জব মার্কেটে আসছে না। তারাও যুক্ত হচ্ছে এই ক্যাটাগরিতে।" কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব, মেয়েদের বাল্য বিয়ে, শিক্ষার মানে ঘাটতি, যথেষ্ট কর্মসংস্থান তৈরি না হওয়া, প্রত্যাশিত কাজ না পাওয়া-সহ বেশ কিছু বিষয়কে মূল কারণ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ। অর্থনীতিবিদ বিনায়ক সেনের মতে, মেয়েদের মধ্যে একটা বড় অংশের ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে - এটা একটা মূল কারণ। এ কারণেই পুরুষদের তুলনায় নারীদের নিষ্ক্রিয়তার হার অনেক বেশি। বিষয়টিকে একটু ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করছেন অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ। তারা বলছেন, নারীদের বড় একটা অংশ গৃহস্থালির কাজের সাথে জড়িত। কিন্তু বিভিন্ন কারণে নারীদের এই গৃহস্থালির কাজকে কর্মক্ষেত্রে যুক্ত করা যাচ্ছে না, যে কারণে এই পরিমাণ এত বেশি মনে হচ্ছে। অর্থনীতিবিদ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বিবিসি বাংলাকে বলছেন, "আমাদের দেশে নারী বান্ধব কর্ম পরিবেশ রয়েছে। তারপরও সামাজিক কারণে নারীর কাজকে গৃহস্থালির কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ কারণে নারী স্বাচ্ছন্দ্যে কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারছে না।" এর বাইরে আরো কিছু কারণকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন শিক্ষাবিদ ও বিশ্লেষকরা। তারা মনে করেন, দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি এসব ক্ষেত্রে আরো বেশি ভালো করার সুযোগ থাকলেও নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষাবিদ রাশেদা কে চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "কোভিড, ক্লাইমেট চেঞ্জ ও কনফ্লিক্ট - এই তিনটা হলো মূল কারণ। এসব কারণে পৃথিবীর মধ্যে একটা ওলট-পালট হয়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেছে বাংলাদেশ। যা বাংলাদেশকেও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে।„ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সাক্ষরতার হার নিয়েও তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে আগের বছরের তুলনায় সাক্ষরতার হার বেড়েছে মাত্র এক শতাংশ। অর্থাৎ ২০২২ সালে যেখানে সাক্ষরতার হার ছিল ৭৪ দশমিক ৪ শতাংশ ছিলো, বর্তমানে সেটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫ দশমিক ৬ শতাংশ। এই জরিপ রিপোর্ট বলছে, সাক্ষরতার হারের দিক থেকে নারীদের তুলনায় এগিয়ে পুরুষরা। পুরুষদের ৭৮ দশমিক ছয় শতাংশের বিপরীতে ১৫ বছরের বেশি বয়স্ক নারীদের সাক্ষরতার হার ৭২ দশমিক ৮

শতাংশ। সাক্ষরতার হার গ্রাম এলাকার চেয়ে শহরে বেশি। পরিসংখ্যান ব্যুরোর এই জরিপ তথ্য বলছে, গ্রামে ৭২ দশমিক ৯ শতাংশ সাক্ষরতার বিপরীতে শহরে এই হার ৮৩ দশমিক ৯ শতাংশ। সাক্ষরতার হার বিবেচনায় শহরের মতোই পিছিয়ে রয়েছে গ্রামের নারীরাও। গ্রামীণ নারীদের ৭০ দশমিক ১ শতাংশ সাক্ষরতার হারের বিপরীতে শহরের নারীদের সাক্ষরতার হার ৮১ দশমিক ২ শতাংশ। ঐ জরিপ রিপোর্ট বলছে, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগের দুই বছরের তুলনায় কমলেও ২০১৯ ও ২০ সালের হিসেবে অনেক বেড়েছে। ২০২০ সালে যেখানে ৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদেরে মধ্যে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ দশমিক ৭১ শতাংশ। ২০২৩ সালে এসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৩৬ শতাংশ। শিক্ষাবিদ রাশেদা কে চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এই সাক্ষরতার হার আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জীবনব্যাপী সাক্ষরতার ব্যাপারে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণেই সাক্ষরতার হার সেভাবে বাড়ছে না।„

দেশের উচ্চশিক্ষা ও বেকার ব্যবস্থা নিয়ে একই দিন একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলো থেকে পাস করার তিন বছর পরও ২৮ দশমিক ২৪ শতাংশ শিক্ষার্থী বেকার থাকছেন। এতে আরো বলা হয়েছে, এসব কলেজ থেকে পাস করা ৪২ দশমিক ২৯ শতাংশ শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট বেতনে চাকরি করছেন। এ ছাড়া ১৬ দশমিক ২০ শতাংশ আত্মকর্মসংস্থানে আছেন এবং ১৩ দশমিক ২২ শতাংশের বেশি খণ্ডকালীন কাজ করছেন। যে ২৮ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী বেকার তাদের মধ্যে বেশির ভাগই বিএ (পাস) ডিগ্রিধারী।

এ ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, বাংলা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বেকারের হার তুলনামূলক বেশি বলে জানানো হয় ঐ রিপোর্টে। যাদের মধ্যে একটা বড় অংশ রয়েছে নারী। বিআইডিএসের এই গবেষণায় দেখা গেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বিভিন্ন চাকরিতে আছে তাদের বেশির ভাগই শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কর্মে নিয়োজিত আছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ তৈরি পোশাক খাতের নিচু পদেও চাকরিতে আছেন। বিআইডিএসের মহাপরিচালক বিনায়ক সেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐসব শিক্ষার্থী যে দক্ষতা অর্জন করছে তা চাকুরিতে যাওয়ার জন্য জন্য যথেষ্ট নয়। এ কারণেই তাদের বড় একটা অংশ উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরও বেকার থাকছে।" তাদের যোগ্যতা বাড়াতে ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ, বাংলা ও ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়ানোরও পরামর্শ এই অর্থনীতিবিদের। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২৫.০৩.২০২৪ রিহাব)

ভারতীয় পণ্য বর্জন ক্যাম্পেইন, কীভাবে দেখছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা

ভারতীয় পণ্য বর্জনের একটি প্রচারণা বাংলাদেশে গত কিছুদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমের বাইরে গিয়ে এখন রাজনৈতিক চেহারা পেয়েছে। যদিও বাংলাদেশের বহুল ব্যবহৃত অনেক পণ্য ভারত থেকে আমদানি করা হয়। ভারতীয় পণ্য বর্জনের এই ক্যাম্পেইনকে কীভাবে দেখছেন দেশটির ব্যবসায়ীরা? গত কিছুদিন ধরে সুনির্দিষ্টভাবে ভারতীয় পণ্য বর্জনের পক্ষে বেশ কিছুদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমের অনেক ব্যবহারকারী প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন। এ নিয়ে বেশ কিছু গ্রুপও খোলা হয়েছে, যেসব গ্রুপে হাজার হাজার মানুষ সদস্য হয়েছেন। এখানে অনেকেই দাবি করেছেন, তারা এখন ভারতীয় পণ্যের বদলে দেশের বা অন্য দেশের পণ্য ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। যেসব নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য ভারত থেকে আমদানি করা হয় সেগুলোর বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশি বিভিন্ন কোম্পানির উৎপাদিত পণ্য ব্যবহারে আহ্বান জানাচ্ছেন তারা। সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন সেসব পণ্যের ছবি বা বিজ্ঞাপন। তারা তালিকায় রেখেছেন সাবান, শ্যাম্পু, ফেসওয়াশ, টুথপেস্টের মত টয়লেট্রিজ এবং বোতলজাত পানি, জীবাণুনাশক, মশানাশকসহ আরো নানান পণ্য। গাড়ি বা মোটরসাইকেল টায়ার থেকে শিশুখাদ্যের কথাও লিখছেন অনেকে। যদিও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা বলছেন, আমদানি বা খুচরা বিক্রির ক্ষেত্রে এই ক্যাম্পেইনের তেমন একটা প্রভাব তারা দেখছেন না। ঢাকায় একটি শপিং মলে একাধিক দোকানের সত্বাধিকারী মেহেদী হাসান। বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা প্রসাধনী ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য পণ্যের ব্যবসা তার। বিবিসি বাংলাকে বলেন, ''আগে থেকেই কিছু ক্রেতা ভারতীয় পণ্য এড়িয়ে চলতেন। প্রতি সপ্তাহে এমন কয়েকজন ক্রেতার দেখা মিলতো।'' এখনও সেই সংখ্যা অপরিবর্তিত আছেন বলে জানান মি. হাসান। অন্যান্য দোকানিরাও একই ধারণা দিলেন। তবে, প্রান্তিক পর্যায়ে খুচরা ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন দেখা গেছে। যেমন, ছোট ছোট দোকানগুলোতে ভারতীয় বা আন্তর্জাতিক অন্য ব্রান্ডের কোমল পানীয়,র বদলে বাংলাদেশি কোম্পানির পানীয় বেশি বিক্রি হচ্ছে বলে তারা জানাচ্ছেন। ভারতীয় পণ্য আমদানিকারকরা বলছেন, এখন পর্যন্ত আমদানিতে কোনো তারতম্য নেই। তাছাড়া, এই প্রচারণায় যেসব পণ্য বর্জনের কথা বলা হচ্ছে, দুই দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সেগুলোর অনুপাত খুবই সামান্য। ব্যবসায়ীরা বলছেন, এসব পণ্য ভারত থেকে মোট আমদানির খুবই অল্প অংশ। দেশটি থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে শিল্পের কাঁচামাল। দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্যের বড় অংশ হয় বেনাপোল-পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে। এই স্থলবন্দরের ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং - সিএন্ডএফ এজেন্টরা বলছেন, তিন মাস আগে যেখানে দিনে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো ট্রাক বাংলাদেশে প্রবেশ করতো। এখন কোনো কোনো দিন সেই সংখ্যা চারশো ছাড়িয়ে যায়। এই পরিসংখ্যান উল্লেখ করে তাদের দাবি, ডলার

সংকট, এলসি জটিলতার মতো বিষয়গুলো বহাল থাকলেও নতুন করে আমদানির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন বা কম-বেশি হয়নি।

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, ভারত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশে ৯৭ ধরনের পণ্য রপ্তানি করেছে। এর একটা বড় অংশ দখল করে আছে তুলা, সুতাসহ পোশাক খাতের কাঁচামাল। জাতিসংঘের বাণিজ্য বিষয়ক ডেটাবেসের তথ্য অনুযায়ী, ওই অর্থবছরে বাংলাদেশ এই খাতে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার আমদানি করেছে প্রতিবেশি দেশ থেকে। দ্বিতীয় অবস্থানে তেল ও অন্যান্য খনিজ জ্বালানি। এতে ভারতের আয়ের পরিমাণ প্রায় দুশো কোটি ডলার। দেড় বিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি হওয়া খাদ্যশস্য আছে তৃতীয় অবস্থানে। এছাড়া, দেশটি থেকে বাংলাদেশে যেসব খাদ্য-পণ্য আমদানি হয় তার মধ্যে রয়েছে পেঁয়াজ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, সূর্যমুখী ও সয়াবিন তেলসহ ভোজ্য-তেল, চিনি, মধু, কোমল পানীয়, চিপস, বিস্কুট, চকলেট ও ক্যান্ডি জাতীয় খাবার। বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্য বর্জনের মতো আহ্বান নতুন কিছু নয়। এর আগেও বিভিন্ন সময় এ ধরনের আহ্বান জানাতে দেখা গেছে। কারণ হিসেবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কথা বলে থাকেন এই বিরোধীরা। তবে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে এ ধরনের আন্দোলন নতুন মাত্রা পেয়েছে। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের একটি অংশ ভারতীয় পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়ে ক্যাম্পেইন শুরু করেন। এরকম কোনো কোনো গ্রুপে লক্ষ্যাধিক সদস্য থাকতেও দেখা গেছে। ইউটিউবে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ঢাকার অলি-গলিতে এক তরুণ হ্যান্ডমাইক হাতে ভারতের পণ্য বর্জনের প্রচারণা চালাচ্ছেন। সেই যুবক গণঅধিকার পরিষদ নামে একটি রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত বলে জানা যায়। সামাজিক মাধ্যমে এই ধরনের কন্টেন্টগুলোতে `ইন্ডিয়া আউট, ও `বয়কটইন্ডিয়ানপ্রোডাক্টস, হ্যাশট্যাগের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

গণঅধিকার পরিষদ ও এবি পার্টির মতো কয়েকটি দলের নেতা-কর্মীরা গত সাতই জানুয়ারির নির্বাচনের পর থেকে নানাভাবে ভারত-বিরোধী বক্তব্য দিয়ে আসছেন। সর্বশেষ বিরোধী দল বিএনপির একাধিক শীর্ষ নেতাকে এই ক্যাম্পেইনের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে দেখা গেছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, ভারত নিয়ে 'জনমনে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলেই' এটি রাজনৈতিক আলোচনায় এসেছে। "নির্বাচন আসলেই ভারত কোনও রাখঢাক না করেই সক্রিয় হয় বলেই মানুষ ভোট দিতে পারেনি বা বঞ্চিত হয়েছে। সে বঞ্চনা থেকেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। মানুষের ক্ষোভ কমানোর কাজ তো বিএনপির না", বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। তবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ রবিবার এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'বাজারকে অস্থিতিশীল করে পণ্যের দাম বাড়ানো।, ভারত থেকে প্রতি বছর বাংলাদেশের আমদানির পরিমাণ প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশে যেসব দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করা হয়, সেই তালিকায় চীনের পরেই রয়েছে ভারত। ইন্ডিয়া বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, ভৌগলিক অবস্থানের কারণেই ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য বেশি আমদানি করা হয়। কারণ যেসব পণ্য ভারত থেকে আমদানি করা হয়, সেগুলো অন্য দেশ থেকে আনতে গেলে খরচ ২০ থেকে ৪০ শতাংশ বেড়ে যাবে। "১৪ বিলিয়ন ডলারের ইমপোর্টের ব্যয় তখন হয়তো গিয়ে দাঁড়াবে ২০ বিলিয়ন ডলার। এই ৬ বিলিয়ন ডলার দেশের ক্ষতি হবে,„ উদাহরণ টেনে বলেন মি. আহমাদ। তিনি জানান, ভারত থেকে পুরোপুরি প্রস্তুতকৃত পণ্যের তুলনায় কাঁচামাল বেশি আমদানি বেশি হয়।

পণ্য আমদানিকারকরা বলছেন, অন্য দেশের তুলনায় কম সময়ে ভারত থেকে পণ্য আমদানি করা সহজ হয়। সড়ক পথে আনা যায় বলে পরিবহন খরচও কম হয়। এই কারণে পেঁয়াজ, মরিচ বা চালের মতো পণ্য, শিল্পের কাঁচামাল অন্য দেশে পাওয়া গেলেও আমদানিকারকদের প্রথম পছন্দ ভারত। বেনাপোল স্থল বন্দরের ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট সজন এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপক মো. শফিউর রহমান বলেন, "ভারতের কাঁচামালের জন্য আজকে এলসি খুললে কালকের ট্রাকে পণ্যটা ঢুকে যায়।„ পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে সময় গুরুত্বপূর্ণ। পণ্য আগে বাজারে ছাড়া গেলে ব্যবসাও ভালো হয়। কিন্তু, অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানি করতে গেলে দীর্ঘসূত্রতায় পড়তে হয় বলে জানাচ্ছেন মি. রহমান। "একটু দূরের কোনো দেশ থেকে আনতে গেলে একটা এলসি খুলে ১৫ দিন বসে থাকতে হয়। ব্যবসায় ঝুঁকি বাড়ে তখন।„ ফলে বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্য বর্জনের এই ক্যাম্পেইনের প্রভাব দেখতে দেখতে পাচ্ছেন না এই আমদানিকারক। বেনাপোল স্থলবন্দরের আমদানিকারক আবুল হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, আগে থেকে ডলার সংকটের কারণে কিছু জটিলতায় পড়তে হচ্ছিল। এলসি খুলতে বেগ পেতে হতো। সেই `সংকট, এখনো কাটেনি বলে জানাচ্ছেন তিনি। তাছাড়া, পেঁয়াজ রপ্তানিতে ভারত নিষেধাজ্ঞা দেয়ায় আপাতত এই পণ্যটির আমদানিও বন্ধ আছে। তবে, কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের আমদানি হ্রাস পায়নি বলে দাবি মি. হোসেনের।

তবে বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের একজন বলছেন, কোনো 'ইস্যু' থাকলে পণ্য বর্জন করে নয়, বরং আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। সিপিডি,র সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক `চ্যালেঞ্জিং ইস্যু, আছে। অনেকেরই হয়তো বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে । সেটা অবশ্যই

অ্যাড্রেস করাও প্রয়োজন।„ কিন্তু সেটা কি পণ্য বর্জন করে হবে নাকি বক্তব্য তুলে ধরে দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কার্যকর হবে সেটা ভাববার বিষয়, যোগ করেন মি. রহমান। তার মতে, অর্থনীতিকে দুর্বল করে কিছু করলে সেটা শেষের বিচার ক্ষতিকর হবে। আবার কিছু বিষয়ও আছে যেটা ভারতের সাথে সমাধান করতে হবে দ্বিপাক্ষিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২৫.০৩.২০২৪ রিহাব)

মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে কেমন ছিলেন?

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী এক চরিত্র আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, যিনি তার অনুসারীদের কাছে মওলানা ভাসানী হিসেবে পরিচিত। শুধু বাংলাদেশের ইতিহাস নয়, ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে এ অঞ্চলে সারাজীবন মওলানা ভাসানী রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ছিলেন। মওলানা ভাসানী ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পাকিস্তান শাসনামলেও ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বেশ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু এক সময় ভাসানীকে ছাপিয়ে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন শেখ মুজিবুর রহমান। তার নামের ওপর ভিত্তি করেই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান। প্রশ্ন হচ্ছে, তৎকালীন আরেকজন প্রভাবশালী নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কোথায় ছিলেন? এ নিয়ে অনেকের মধ্যেই আগ্রহের কমতি নেই। এ লেখার মাধ্যমে ভাসানীর সেই সময়ের দিকে ফিরে তাকানো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর দিকে মওলানা ভাসানী বাংলাদেশেই ছিলেন। তখন তিনি টাঙ্গাইলে অবস্থান করছিলেন। তবে তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে নিজ বাড়িতে ছিলেন না। নিজ বাড়ি ছেড়ে সেসময় তিনি উঠেছিলেন টাঙ্গাইলের বিন্যাফৈর নামের আরেকটি গ্রামে তার এক অনুসারীর বাড়িতে। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করতে টাঙ্গাইলে গিয়েছিলেন দুইজন বামপন্থী নেতা রাশেদ খান মেনন এবং হায়দার আকবর খান রনো। মি. রনো তার 'শতাব্দী পেরিয়ে' বইয়ে লিখেছেন, তাদের পক্ষ থেকে মওলানা ভাসানীকে ভারতে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হলেও তিনি সেটি গ্রহণ করেননি। তিনি চেয়েছিলেন টাঙ্গাইলে থেকে চীনের সাথে যোগাযোগ করতে। ততক্ষণে টাঙ্গাইলে পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ শুরু করেছে এবং টাঙ্গাইল শহর দখল করে তারা গ্রামের দিকে এগুচ্ছিল। হায়দার আকবর খান রনো লিখেছেন, "আমি বললাম, চীনের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবেন? চীন দূতাবাসের পক্ষেও আপনার এখানে আসা সম্ভব নয়, পথে তো যুদ্ধ হচ্ছে। মওলানা সাহেব তারপরেও বললেন – হবে, যোগাযোগ হবে, সেটা তোমাকে ভাবতে হবেনা। বুঝলাম, তিনি অযৌক্তিক কথা বলছেন।„ পাকিস্তানী বাহিনী টাঙ্গাইলের সন্তোষে মওলানা ভাসানীর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এরপর তারা বিন্যাফৈর গ্রামের দিকে অগ্রসর হওয়ার আগে মওলানা ভাসানী কৃষকের বেশে ওই গ্রাম ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে তিনি সিরাজগঞ্জ যান। সেখানে একজন বামপন্থি নেতা সাইফুল ইসলামকে সাথে নিয়ে মওলানা ভাসানী আসাম দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। মওলানা ভাসানীর সহচর সাইফুল ইসলাম ছিলেন পাবনায় তৎকালীন ন্যাপ (মোজাফফর) নেতা।

ভাসানীর সাথে অবস্থানের নানা ঘটনার বর্ণনা উঠে এসেছে সাইফুল ইসলামের লেখা বই `ভাসানী স্বাধীনতা ভারত, নামক বইতে। সেখানে মি. ইসলাম লিখেছেন, বিন্যাফৈর গ্রাম আক্রান্ত হবার আগে মওলানা ভাসানী পাশের আরেকটি গ্রামে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নদী পার হয়ে সিরাজগঞ্জে আসেন। পরে সাইফুল ইসলামকে সাথে নিয়ে তিনি যমুনা নদী ধরে আসামে পৌঁছান। ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে মওলানা ভাসানী এবং তার সহচরদের কয়েকদিন সময় লেগে যায়। তবে ভাসানী প্রথমে ভারতে ঢুকতে পারছিলেন না। কারণ, সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিষয়টি নিয়ে কিছুটা শঙ্কিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সেখানে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কাউকে সে এলাকায় প্রবেশ করতে দেয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ নিষেধ করেছে। মওলানা ভাসানীকে নিয়ে গবেষণা করেছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের লেখক ও গবেষক সৌমিত্র দস্তিদার। `আমি ও আমার মওলানা ভাসানী, শিরোনামে তার একটি বইও রয়েছে। মি. দস্তিদার বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "মওলানা ভাসানী যখন আসাম সীমান্তে আসলেন তখন তাকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল ভালো মতোই। তখন আসামের মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী মওলানা ভাসানীর শিষ্যের মতোই ছিলেন।„ তবে, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে মওলানা ভাসানী ভারত যেতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন লন্ডন যেতে। ভাসানী ভারতে থাকাকালীন ভারত এবং তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলে অনেকেই তার কোন খোঁজ-খবর জানতেন না। তার মতো একজন সুপরিচিত এবং প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ কেন হঠাৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছেন - তা নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ভারতের তৎকালীন রাজনীতিবিদদের মধ্যে। রাজনৈতিক মহলে অনেকে জানতেন যে মওলানা ভাসানী ভারতে আছেন। তবে তিনি ঠিক কোথায় আছেন এবং কীভাবে আছেন সেটি ছিল অনেকের অজানা।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু এবং অস্থায়ী সরকার গঠন করা হলেও মওলানা ভাসানী ছিলেন যুদ্ধের মূলধারা থেকে আলাদা। অনেকে ভেবেছিলেন, তিনি হয়তো নিজ থেকেই নির্বাসিত জীবন-যাপন করছেন। তার সাথে সবসময় থাকতেন পাবনার মুজাফফর ন্যাপ কর্মী সাইফুল ইসলাম। তার কাজ ছিল ভাসানীর বিবৃতি ও চিঠি বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা। শাহ আহমদ রেজা ১৯৭১ সালে প্রকাশিত দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকাকে উদ্ধৃত করে `যুগে যুগে মওলানা ভাসানীর সংগ্রাম, বইতে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা হরে কৃষ্ণ কোঙার ১৪ই মে

অভিযোগ করেছিলেন যে, 'মওলানা ভাসানীকে কলকাতাতেই কোথাও অন্তরীণ রাখা হয়েছে'।" জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, মওলানা ভাসানী কোথায় আছে সেটা তিনি বা তার সরকার জানেন না।" মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক সাপ্তাহিক `বাংলাদেশ, – এর ২১শে মে ১৯৭১ সংখ্যার প্রধান শিরোনাম ছিল `ভাসানী কলকাতাতেই অন্তরীণ, কিন্তু সরকার নীরব!, "আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাইতেছি যে, অবিলম্বে তারা এই রহস্যজাল ভেদ করুন এবং ভাসানী সাহেবের নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করিয়া যে উদ্বেগ এবং সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে তা দূর করুন।„ সেসময়কার বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে জানা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মওলানা ভাসানী ভারতের কোন একটি জায়গায় ছিলেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় থেকেছেন। কখনো থেকেছেন কলকাতায়, কখনো আসামে, কখনো বা দেরাদুনে। মওলানা ভাসানীর অনুসারীদের অনেকে মনে করেন, ভারতে প্রবেশ করে তিনি কার্যত নিজের স্বাধীনতা খুঁইয়েছিলেন। সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ (প্রয়াত) তার 'মধ্যরাতের অশ্বারোহী' বইতে লিখেছেন, "তিনি যদি ভারতে যাবার সিদ্ধান্ত না নিতেন, তবে হয়ত তার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো।„ ফয়েজ আহমদ লিখেছেন, "ভারতে থাকার সময় মওলানা ভাসানীর গতিবিধি ছিল নিয়ন্ত্রিত। কেবল মাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের সাথে তিনি ঘুরতে পারতেন।"

রাজনৈতিক ইতিহাসবিদদের অনেকের লেখায় উল্লেখ আছে, নিরাপত্তার অজুহাতে তাকে সবসময় নজরদারিতে রাখা হতো। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার কর্মকর্তা কিংবা একজন ম্যাজিস্ট্রেট সবসময় ভাসানীর সাথে থাকতো। বিভিন্ন লেখায় দেখা যায়, প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের নেতার বাইরে অন্য কেউ তার সাথে দেখা করতে পারতেন না। মওলানা ভাসানীর সাথে কে দেখা করবেন এবং কে করবেন না সেটি নির্ভর করতো ভারত সরকারের মর্জির ওপর। এমনকি ভাসানীর একান্ত অনুগত ও অনুসারী হিসেবে পরিচিত হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন এবং কাজী জাফর আহমেদও তার সাথে দেখা করতে পারেননি। "আমরা মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করার অনেক চেষ্টা করেছি। সিপিআই(এম)-এর সাহায্য চেয়েছি, কোনোভাবে ভাসানীর দেখা পাওয়া যায় কি না। তবে, তারা প্রকাশ্যে এবং পার্লামেন্টে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, মওলানা ভাসানী কোথায়? ভারত সরকার নিরুত্তর ছিল," লিখেছেন হায়দার আকবর খান রনো। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর হবার আগে মওলানা ভাসানী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লন্ডনে বিপ্লবী অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সে লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের আটই এপ্রিল লন্ডনের পথে আত্মগোপন করে ভারতের অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। ফয়েজ আহমদ লিখেছেন, "ভারত থেকে লন্ডনে পৌঁছানোর সহজ পথ বেছে নেয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল ভ্রান্ত। এই রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্তের ফলেই তিনি ভারত সরকার কর্তৃক অঘোষিত গৃহবন্দী হয়ে পড়েন। এবং তার বিপ্লবী সরকার গঠনের পরিকল্পনাটি স্বাভাবিকভাবেই বানচাল হয়ে যায়। জীবনে তার সবচাইতে বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল এই ব্যর্থতা।„ এপ্রিল মাসের শেষের দিকে তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে মওলানা ভাসানী যে বাসায় থাকতেন সেখানে দেখা করতে যান। "তিনি দেরাদুনে আদর-আপ্যায়নের মধ্যে আটকাবস্থায় আগস্ট মাসেই জানতেন যে, ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করবে,„ লিখেছেন ফয়েজ আহমদ। পাকিস্তানের রাজনীতিতে মওলানা ভাসানী অনেকের কাছে `ভারত বিরোধী, নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যে কারণে তিনি ভারত সরকারের পছন্দের তালিকায় ছিলেন না। তবে রাজনীতিবিদ হিসেবে ভাসানীকে উপেক্ষা করার সুযোগও ছিল না। কলকাতার লেখক ও গবেষক সৌমিত্র দস্তিদারও বলছেন, "মওলানা ভাসানীকে নিয়ে তৎকালীন ভারত সরকারের মধ্যে অস্বস্তি ছিল। এর বড় কারণ হচ্ছে, তার চীনপন্থি রাজনীতি। ভারত যেহেতু চীনের প্রতিপক্ষ সেজন্য মওলানা ভাসানীকে আস্থায় নিতো না ভারত সরকার। তবে ভারতের অনেক রাজনীতিবিদদের মধ্যে মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা ছিল।"

বিবিসি বাংলাকে সৌমিত্র দস্তিদার বলেন, "ওনার গায়ে চীনপন্থি হিসেবে ছাপ ছিল। উনি সেটা অস্বীকারও করতেন না। তখন তো পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলন ভয়ংকর চেহারায় ছিল। তারাও ছিল চীনপন্থি। যদি মওলানাও কখনো নকশালদের সমর্থন করেন সে চিন্তাও ছিল ভারত সরকারের মনে। এসব নিয়ে গোয়েন্দা রিপোর্ট মওলানার বিপক্ষে ছিল। সে আশঙ্কা থেকে ভারত সরকার মওলানাকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চায়নি।„

ভাসানীর ভারত বিরোধী মনোভাব থাকায় ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সরকার মুক্তিযুদ্ধের সময় তাকে নজরবন্দি করে রেখেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব যাতে বামপন্থীদের হাতে চলে না যায় সেজন্য বেশ চিন্তিত ছিল ভারত সরকার। সেজন্য তারা মওলানা ভাসানীকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল বলেও বিভিন্ন লেখায় উঠে আসে। "ভারতে থেকে মওলানা ভাসানী যদি কথা বলেন তাহলে অন্য নেতাদের কথাগুলো গৌণ হয়ে যাবে। গণমাধ্যমে এবং রাজনৈতিক দলগুলো হয়তো ভাসানীকেই গুরুত্ব দেবে। এসব কারণেও ভারত সরকার মওলানা ভাসানীকে প্রকাশ্যে আসতে দেয়নি," বলে মনে সৌমিত্র দস্তিদার। মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থিদের অংশগ্রহণের প্রশ্নে কলকাতায় একটি সমন্বয় কমিটি গঠনের চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে মওলানা ভাসানীর নামও ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সমন্বয় কমিটির সাথে মওলানা ভাসানীর যোগাযোগ ভারত সরকার পছন্দ করেনি। তিনি যাতে রাজনৈতিক কারণে বামপন্থি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করতে না পারেন, সেজন্য তাকে কলকাতা থেকে

কুঁচবিহারে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। কলকাতা ত্যাগের আগে সরকারি উদ্যোগে কলকাতা প্রেসক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কিন্তু ভারত সরকারের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে মওলানা ভাসানী সেই সংবাদ সম্মেলনে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে মওলানা ভাসানীর সহচর সাইফুল ইসলাম প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত হয়ে মওলানা ভাসানীর পক্ষে একটি বিবৃতি পাঠ করেন। সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ লিখেছেন, `,ভারতে অবস্থানকালে কোন এক সময় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর বৈঠক হয়েছিল।„ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিচালনার জন্য পঞ্চদলীয় একটা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটির বৈঠকে তিনি একবার যোগ দিয়েছিলেন। সেই বৈঠকের একটি ছবি তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। মওলানা ভাসানীর অনুসারীরা তাদের বিভিন্ন লেখায় লিখেছেন, এর মাধ্যমে ভারত সরকার প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, মওলানা ভাসানী ভারতে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। তবে ফয়েজ আহমদের ভাষায়, যেদিন বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে, সেই ১৬ই ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী ভারতের দেরাদুনে অঘোষিত গৃহবন্দী হিসাবে অবস্থান করছিলেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২৫.০৩.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বাংলাদেশে গণহত্যার স্মৃতিময় ভয়াল ২৫ মার্চ পালন

বাঙালির ইতিহাসের কালোরাত ভয়াল ২৫ মার্চ। বাংলাদেশে দিনটি জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৯৭১ সালে, নিরীহ বাঙালির ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর চালানো গণহত্যার ভয়াবহ স্মৃতি বিজড়িত ইতিহাসের এক অধ্যায় এই ভয়াল রাত। পঁচিশে মার্চকে জাতীয় গণহত্যা দিবস পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় জাতীয় সংসদে ২০১৭ সালের ১১ মার্চ। সেই থেকে দিনটি জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে দিনটিকে `আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস, হিসেবে স্বীকৃতির দাবি উঠেছে। অপারেশন সার্চলাইট, নামের অপারেশনে, নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। নানা আয়োজনে দিবসটি বাংলাদেশে পালিত হয়। শোক ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয় সেই ভয়াল রাতে প্রাণ দেয়া হাজারো মানুষকে। দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে আলোচনা, প্রদীপ প্রজ্বলন ও স্মরণ অনুষ্ঠান। সারা দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে।

আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির দাবি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাক্কালে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা দালিলিকভাবে প্রমাণিত বলে উল্লেখ করেছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। দিনটিকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস, হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছেন বক্তারা। সোমবার (২৫ মার্চ) জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রেস ক্লাব আয়োজিত আলোচনা সভায় এ দাবি জানান তারা। বক্তারা বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তাদের দেশীয় দোসরদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অপারেশন সার্চলাইট নামে যে গণহত্যা চালিয়েছিল তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সরাসরি লংঘন। এ নৃশংস গণহত্যার চিত্র দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচার হয়েছিল। এছাড়া নানা দালিলিক প্রমাণ দ্বারা এ গণহত্যা প্রমাণিত। কিন্তু স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীর বেশি পার হয়ে গেলেও, আনুষ্ঠানিকভাবে একাত্তরের সেই ভয়াল গণহত্যার স্বীকৃতি মেলেনি। এটি আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের অবজ্ঞা বলে মনে করেন তারা। ১৯৭১ এর গণহত্যা ও বিশ্ব স্বীকৃতি, শীর্ষক এ গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। প্রধান অতিথি শাহজাহান খান বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, ২৫ মার্চের গণহত্যার জাতীয় স্বীকৃতি পেতে ৪৭ বছর লেগেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর, দীর্ঘদিন যেসব সরকার ক্ষমতায় ছিল তারা সুপরিকল্পিতভাবে ২৫ মার্চের কালোরাতে সংঘটিত হওয়া গণহত্যার ইতিহাস মুছে ফেলতে চেয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, গণহত্যার জাতীয় স্বীকৃতি মিললেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মেলেনি। আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ২৫ মার্চের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য তথ্য উপাত্ত-সহ নতুন প্রজন্মের কাছে জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ সারাদেশে যেসব বধ্যভূমি রয়েছে সেগুলোর তথ্য উপাত্ত-সহ আন্তর্জাতিক মহলের কাছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উপস্থাপন করতে হবে; তিনি যোগ করেন। প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে গণহত্যাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তার প্রতিটি মানদণ্ডে ২৫ মার্চের গণহত্যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবি রাখে। এ দাবির সঙ্গে সাংবাদিক সমাজ একাত্মতা প্রকাশ করছে। প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন যে বাংলাদেশের বধ্যভূমিগুলোর অবস্থা করুণ এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এখনো কোনো জেনোসাইড মিউজিয়াম স্থাপন করা যায়নি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক;„ বলেন তিনি।

গণহত্যা স্থানের মাটি সংগ্রহ করে শ্রদ্ধা

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে নওগাঁয় স্থানীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন একুশে পরিষদের আয়োজনে ১৩২টি গণহত্যার স্থানের মাটি সংগ্রহ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। সোমবার সকালে শহরের মুক্তির মোড়ে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা

স্মৃতিস্তম্ভের পাশে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সেখানে ১৩২টি গণহত্যার স্থানের মাটি সংগ্রহ করে আলাদা আলাদা পাত্রে রেখে তাতে গোলাপ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক ও মাটি সংগ্রহ কাজের কর্মী এম, এম রাসেল বলেন, এখনো পর্যন্ত জেলায় জরিপ করে দেখা গেছে ১৩২টি স্থানে গণহত্যা চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, এ গণহত্যার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, শহিদদের নাম, তাদের ঠিকানা, পেশা, বয়স সংগ্রহ করতে প্রায় ১১ বছর ধরে কাজ করা হয়েছে। ১৩২টি গণহত্যা স্থানের মাটি সংগ্রহ করা হয়েছে বদ্ধভূমি বা গণকবরের স্থান থেকে। তিনি জানান, শহিদদের এই রক্তস্নাত মাটি সংগ্রহ করতে সময় লেগেছে দুই মাসের মতো। এম এম রাসেল আরো বলেন, আমাদের দাবি, গণহত্যায় যারা নিহত হয়েছেন তাদের স্বীকৃতি, গণহত্যার স্থানগুলোকে চিহ্নিত করে স্মৃতিফলক নির্মাণ এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে শহিদদের সম্মাননা দেয়া এবং তাদের তালিকাভুক্ত করা। সংগঠনটির সভাপতি আইনজীবী ডিএম আব্দুল বারি বলেন। একুশে পরিষদের উদ্যোগে প্রতিটি স্থান শনাক্ত করে সরকারকে দেয়া হয়েছে। যাদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই দেশ, স্বাধীনতা। তাদের স্মরণ করতে হবে। এদের জাতীয়ভাবে সম্মান করতে হবে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

দশ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাধীনতা পদক প্রদান করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দেশের জন্য গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে, ১০ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার (২৫ মার্চ) রাজধানী ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক, বিজয়ী বা তাদের পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেন তিনি। এবার স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন; মুক্তিযোদ্ধা কাজী আবদুস সাত্তার বীর প্রতীক, মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক (মরণোত্তর) এবং মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আবু নাঈম মো. নজিব উদ্দিন খান খুররম (মরণোত্তর) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অবদানের জন্য স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন, ড. মোবারক আহমদ খান এবং চিকিৎসায় অবদানের জন্য ডা. হরিশঙ্কর দাস এই পদকে ভূষিত হয়েছেন। সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদানের জন্য মুহাম্মদ রফিকুজ্জামান ও ফিরোজা খাতুন-কে এ সম্মাননা দেয়া হয়। সমাজসেবা ক্যাটাগরিতে স্বাধীনতা পদক দেয়া হয়েছে, অরণ্য চিরণ, মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. মোল্লা ওবায়দুল বাকী ও এস এম আব্রাহাম লিংকনকে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্তদের পক্ষ থেকে রফিকুজ্জামান তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। ১৯৭৭ সাল থেকে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিবছর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই সম্মাননা পদক দিয়ে আসছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

শেখ হাসিনা: কল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের সম্মান জানাতে হবে

যারা নীরবে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের খুঁজে বের করতে ও সম্মান জানাতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার (২৫ মার্চ) রাজধানী ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাধীনতা পদক প্রদান অনুষ্ঠানে এ আহবান জানান তিনি। বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে অনেক নিবেদিত প্রাণ মানুষ রয়েছেন। আমি আপনাদের কাছে আহবান জানাব, আপনারা এমন নিবেদিতপ্রাণ মানুষদের খুঁজে বের করুন শেখ হাসিনা বলেন। তিনি আরো বলেন, এসব মানুষ নিজেদের জন্য নয়; মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। তারা কখনো প্রচারে আসতে পারেন না বা প্রচারে আসতে চান না। শেখ হাসিনা বলেন যে, এটা খুবই ভালো বিষয় হবে, যদি সবাই নিজস্ব উদ্যোগে জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাওয়া ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে এবং তাদের পুরস্কৃত করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি জানান তিনি। স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৪ প্রাপ্ত সকলকে অভিনন্দন জানান শেখ হাসিনা। বলেন, আমি বিশ্বাস করি, এই পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে অনেক মানুষ দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হবে।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানিতে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে ভারত

ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানিতে ভারত সহায়তা করবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। এর আগে, নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানিতে ভারত সহযোগিতা করেছে বলে জানান তিনি। ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকের সঙ্গে বৈঠক শেষে, সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন হাছান মাহমুদ। সোমবার (২৫ মার্চ) দুপুরে, রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলে এ বৈঠক হয়। ভুটান থেকে বাংলাদেশ জলবিদ্যুৎ আমদানি করতে চায়; আর, ভারতের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ আনতে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি প্রয়োজন বলে জানান হাছান মাহমুদ। জলবিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে ভুটানের রাজার এই সফরে চুক্তি হচ্ছে না বলে জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি আরো বলেন যে ভারত যেভাবে নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানিতে সহায়তা করেছে, ভুটান থেকে আমদানির ক্ষেত্রেও ভারত একই ভাবে সহায়তা করবে।মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের আগেই ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ ভুটানের রাজার সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে আলোচনা হয়েছে জানান হাছান মাহমুদ। তিনি জানান, দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে, ভুটানকে বিবিআইএন (বাংলাদেশ-ভুটান-ইন্ডিয়া-নেপাল ইনিশিয়েটিভ) -এ যোগদানের জন্য এবং এয়ার-কানেক্টিভিটি বাড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। ঢাকা-থিম্পু পথে এখন সপ্তাহে মাত্র দুটি ফ্লাইট আছে। এটি বাড়ানো প্রয়োজন, কারণ ভুটান অত্যন্ত

সুন্দর দেশ। আমি কয়েকবার গেছি, বর্তমান রাজার বিয়ে উৎসবেও যোগ দিয়েছি। গত বছর তিনি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে অন্য দেশে যাওয়ার সময় যাত্রাবিরতিতে আমি তাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানিয়েছিলাম উল্লেখ করেন হাছান মাহমুদ। মানুষ যাতে সড়ক পথে গাড়ি নিয়ে যেতে পারে, সে নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, কুড়িগ্রামে বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য ভুটানকে জায়গা দেয়া হবে, সে বিষয় আলোচনায় স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, ভুটানের রাজা ওয়াংচুকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে থিম্পুতে একটি বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট প্রতিষ্ঠা, কুড়িগ্রামে ভুটানের জন্য বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং ভোক্তা সুরক্ষায় প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিষয়ক তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। এছাড়া, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তি পুনর্নবায়ন করা হয়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়াল)

গাজায় ইসরাইলের হত্যাকাণ্ড নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিএনপি

গাজায় ইসরাইলের হামলাকে গণহত্যা উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। রবিবার (২৪ মার্চ) ঢাকায় নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকদের সম্মানে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই উদ্বেগের কথা জানান। ইসরাইলের বাহিনীর অভিযানে আমরা সবাই গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতিসংঘকে এই গণহত্যা বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি বলেন বিএনপি মহাসচিব। তিনি আরো বলেন,দুই রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধান এই সংকটের একমাত্র সমাধান বলে আমরা বিশ্বাস করি। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা শেষে দেশে ফেরার পর এই প্রথম প্রকাশ্যে কথা বলেন। বাংলাদেশ গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি বলে উল্লেখ করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চলমান সংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থনকে মূল্য দেয় বিএনপি। যতক্ষণ আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো না, ততক্ষণ হয়তো আমাদের শান্তিপূর্ণ ও অহিংস আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে বলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

বাংলাদেশ আইসিজে,র প্রতি সমর্থন দেয়ায় ফিলিস্তিনি নেতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ইসরাইল সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ফাত্তাহ মুভমেন্টের সেক্রেটারি জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেব্রিল আল রজব। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দল হলো ফাত্তাহ মুভমেন্ট। জেব্রিল আল রজব এই সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) প্রতি বাংলাদেশ সমর্থন দেয়ায় এবং ফিলিস্তিনের সমর্থনে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থানের জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রবিবার (২৪ মার্চ) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে জেব্রিল আল রজব ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এ কথা বলেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ফাত্তাহ মুভমেন্ট এর মহাসচিব গাজা উপত্যকায় চলমান সংঘাত নিয়ে মতবিনিময় করেন। জেব্রিল আল রজব গাজা ও পশ্চিম তীরে চলমান ইসরাইলি নৃশংসতার ফলে নজিরবিহীন গণহত্যা অবকাঠামো ধ্বংস এবং মানবিক সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত হওয়ার ফলে গাজায় সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে হাছান মাহমুদ-কে অবহিত করেন। সাক্ষাৎকালে জেব্রিল আল রজব গাজায় নতুন বসতি স্থাপন এবং গাজা পশ্চিম তীর এবং এর বাইরে ইসরাইলি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিষয় তুলে ধরেন। তিনি যুদ্ধোত্তর গাজার জন্য ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর নতুন সংযুক্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানান। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাজা উপত্যকায় কঠিন মানবিক পরিস্থিতিতে শিশু ও নারীসহ বেসামরিক হতাহত এবং সেখানকার মানুষের কষ্টের জন্য গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় জানিয়েছে হাছান মাহমুদ এই যুদ্ধ বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি সমন্বিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়া গাজা ও পশ্চিম তীরে পর্যাপ্ত মানবিক প্রবেশাধিকারসহ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। তিনি ফাত্তাহ মুভমেন্ট মহাসচিবকে আশ্বস্ত করে বলেন,আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফিলিস্তিন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় অবস্থান অব্যাহত থাকবে। আরব দেশগুলোর ঐকমত্য অর্জনের মধ্য দিয়ে গাজায় যুদ্ধ অবসানে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেব্রিল আল রজব এর প্রতি আহ্বান জানান হাছান মাহমুদ। দুই নেতা বাংলাদেশ ও ফিলিস্তিনের মধ্যে ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো উন্নয়নে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

ভুটানের রাজা ওয়াংচুকে ঢাকায় লাল গালিচা সংবর্ধনা, সমঝোতা স্মারক সই

চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় পৌঁছেছেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক। ঢাকায় পৌঁছালে তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেয়া হয়। পরে দুই দেশের মধ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়। ভুটানের রাজাকে বহনকারী একটি বিশেষ ফ্লাইট সোমবার (২৫ মার্চ) সকাল ১০টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।এসময় বাংলাদেশর রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান এবং ভুটানের রানী জেটসুন পেমা ওয়াংচুককে স্বাগত জানান বাংলাদেশের ফার্স্ট লেডি ড রেবেকা সুলতানা। গত ৭

জানুয়ারির নির্বাচনের পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবার সরকার গঠন করার পর, এটা প্রথম কোনো বিদেশি অতিথির রাষ্ট্রীয় সফর। রাজা নামগিয়েল ওয়াংচুক বাংলাদেশে পৌঁছালে দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে, বিমানবন্দরে সশস্ত্র বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন তিনি।বিমানবন্দরে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ভুটানের রাজা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে যান। রাজা ওয়াংচুক মঙ্গলবার (২৬ মার্চ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এবং সেখানে একটি বৃক্ষরোপণ করবেন। মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টায় রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন রাজা ওয়াংচুক। রাষ্ট্রপতি সফররত রাজপরিবারের সম্মানে ইফতার ও নৈশভোজের আয়োজন করবেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

বাংলাদেশ-ভুটান সমঝোতা স্মারক সই

বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সোমবার তিনটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। এগুলো হচ্ছে কুড়িগ্রামে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, থিম্পুতে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট স্থাপন এবং ভোক্তা অধিকার বিষয়ে কারিগরি সহযোগিতা।এ ছাড়া, সাংস্কৃতিক বিনিময় সংক্রান্ত আরেকটি সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ ইউসুফ হারুন, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমেদ বাংলাদেশের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে সই করেন। ভুটানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তানদিন ওয়াংচুক বাণিজ্যমন্ত্রী তাশি ওয়াংম্যাক এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেমা চডেন তাদের দেশের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে সই করেন। ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমঝোতা স্মারক সইয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন। ভুটানের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের আসন সংখ্যা বছরে ২২ থেকে বাড়িয়ে ৩০ টি করার প্রস্তাব দিয়েছে ঢাকা। বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমি, ভুটানের ফরেন সার্ভিস কর্মকর্তাদের জন্য প্রতি বছর দুটি আসন রাখার প্রস্তাব করেছে। ভুটানে একটি কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের বিষয়েও বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে (বিএআরসি) প্রতি বছর ভুটানের কর্মকর্তাদের তিন বছরের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রস্তাব দেয়া হয়। শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের বিশেষ নিদর্শন হিসেবে ভুটানের সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার ও ল্যাপটপ হস্তান্তর করে বাংলাদেশ। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগে ভুটানের রাজা, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক করেন। এর আগে, রাজা ওয়াংচুককে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে শেখ হাসিনা: `ষড়যন্ত্র অতিক্রম করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে

সব কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্র অতিক্রম করে, দেশকে এগিয়ে নিতে জনগণের প্রতি আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার (২৫ মার্চ) স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে এ আহ্বান জানান তিনি। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার এবং কয়েকটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, রেডিও স্টেশন ও অনলাইন প্লাটফর্মে একযোগে ভাষণটি সম্প্রচার করা হয়। ৫৪ তম স্বাধীনতা দিবসে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসি এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাই বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সবার সমর্থন ও সহযোগিতায় তিনি সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের মাধ্যমে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে নিরলসভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে তার সরকার দেশবাসীর প্রত্যাশা অনেকাংশে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এটা কোনো ফাঁপা বাগাড়ম্বরপূর্ণ দাবি নয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শেখ হাসিনা যোগ করেন। তিনি বলেন, তার সরকার প্রমাণ করেছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে সীমিত সম্পদের মধ্যে একটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু অপ্রিয় সত্য যে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করা এবং অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র আজো থেমে নেই বলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী । শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের চলমান অগ্রযাত্রা কিভাবে থামিয়ে দেয়া যায়, তা খুঁজে বের করতে ষড়যন্ত্রকারীরা এখনো লুকিয়ে আছে। ১৯৭১ সালে পরাজিত শক্তি এবং পঁচাত্তরের হত্যাকারী ও তাদের দোসররা এখনো তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তৎপর তিনি আরো বলেন। তিনি বলেন,ষড়যন্ত্রকারীদের চলার পথে একমাত্র বাধা আওয়ামী লীগ। যেকোনো কূটকৌশলে আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে পরাজিত শক্তির উত্থান অনিবার্য। তাই সকলকে সাবধানে থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারোর সঙ্গে বৈরিতা নয় অনুসরণ করে দেশ পরিচালনা করছে। আমাদের কোনো প্রভু নেই, বরং আমাদের বন্ধু আছে উল্লেখ করে তিনি। বলেন, বাঙালি জাতি কখনো কারো কাছে পরাজিত হবে না। গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করেছে বলে উল্লেখ করেন আওয়ামী

লীগ সভানেত্রী। তার দলের প্রতি আস্থা রাখার জন্য জনগণকে ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শেখ হাসিনা বলেন আমরা এ পর্যন্ত যে উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন করেছি, সেই ধারা অব্যাহত রেখে, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। আর, বাংলাদেশ হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলাদেশ। গত ১৫ বছর ধরে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আওয়ামী রীগ দেশ শাসন করছে বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারী, অগ্নিসংযোগ, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বৈশ্বিক উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ এবং যুদ্ধ ছিলো সমৃদ্ধির জন্য বড় বাধা। এই ১৫ বছরের অভিযাত্রা পুরোপুরি নিষ্কণ্টক ছিলো না বলেও উল্লেখ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সূচকে এবং কৃষি খাতে দেশের শক্তিশালী অবস্থানের কথা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা। তিনি জানান যে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫ তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।শেখ হাসিনা আরো বলেন, পদ্মা সেতু, ঢাকা মেট্রোরেল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল এবং বিভাগীয় শহরগুলোকে ঢাকার সঙ্গে সংযুক্ত করে বহু লেন বিশিষ্ট মহাসড়ক-সহ বিভিন্ন অবকাঠামো যোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। রমজানে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকার ৫০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ এবং একই পরিমাণ আলু আমদানির অনুমতি দেয়ার পাশাপাশি চিনি, ছোলা, ডাল ও ভোজ্যতেলের মতো বেশ কয়েকটি পণ্য মজুদ করেছে। এছাড়া রমজানের শুরু থেকে রাজধানীর ২৫টি পয়েন্টে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ বিক্রি করা হচ্ছে। টিসিবি সারাদেশে এক কোটি কার্ডধারী পরিবারের মধ্যে চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, চিনি ও ছোলা সুলভ মূল্যে বিক্রি করছে; জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সরকার এক কোটি পরিবারের জন্য ১ লাখ ৬২৮ মেট্রিক টন চাল বিশেষ বরাদ্দ দিয়েছে এবং প্রতিটি পরিবার বিনামূল্যে ১০ কেজি চাল পাবে। দ্রব্যমূল্য বাড়লে, সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে সীমিত আয়ের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি বলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ২৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

বাংলাদেশ-ভুটান ৩ সমঝোতা স্মারক সই ও ১টি চুক্তি নবায়ন

বাংলাদেশ-ভুটানের মধ্যে তিনটি নতুন সমঝোতা স্মারক সই এবং একটি চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকের বৈঠক শেষে এ সমঝোতা স্মারক সই ও চুক্তি নবায়ন হয়। সমঝোতাগুলো হচ্ছে– থিম্পুতে একটি বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশের কুড়িগ্রামে ভুটানের জন্য বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং ভোক্তা সুরক্ষায় প্রযুক্তিগত সহযোগিতা। এছাড়া দুই দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা-সংক্রান্ত একটি চুক্তি নবায়ন করা হয়। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে স্বাগত জানান।
(রেডিও তেহরান: ২০৩০ ২৫.০৩.২০২৪ এলিনা, গাজী আবদুর রশীদ)

১০ বিশিষ্টজনকে `স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৪, প্রদান করলেন প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পর্যায়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১০ বিশিষ্টজনকে স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৪,প্রদান করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আজ (সোমবার) সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় বেসামরিক এই পুরস্কার তাদের হাতে তুলে দেন। এবার `স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ,ক্ষেত্রে তিনজন, `বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ক্ষেত্রে একজন, চিকিৎসাবিদ্যায় একজন, সংস্কৃতিতে একজন, ক্রীড়ায় একজন এবং সমাজসেবায় তিনজনকে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ এই পদকে ভূষিত করা হয়।
(রেডিও তেহরান: ২০৩০ ২৫.০৩.২০২৪ এলিনা, গাজী আবদুর রশীদ)

এনএইচকে

দুর্নীতির অভিযোগে বিরোধী দলীয় এক নেতাকে গ্রেপ্তারের পর ভারতে বিক্ষোভ

ভারতের বিরোধী দলগুলো এবং তাদের সমর্থকরা এপ্রিলে সাধারণ নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে একজন বিরোধী নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সমাবেশ করেছে। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে শহরের অ্যালকোহল নীতি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কঠোর সমালোচক। বিরোধী দলগুলোর ভাষ্যানুযায়ী তার গ্রেপ্তার একটি অন্যায্য পদক্ষেপ এবং আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তারা সপ্তাহান্তে রাজধানী নয়াদিল্লিতে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। গত শনিবার কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টির নেতা ও সমর্থকসহ প্রায় ৫শ বিক্ষোভকারী এক সমাবেশে অংশ নিয়ে উচ্চস্বরে বলেন যে মোদি ভারতের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন। কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে পুলিশ কর্মকর্তারা একটি বাসে জোর করে তুলে নেয়ার পর তারা সরকারবিরোধী স্লোগান

দিতে থাকেন। আগামী ৩১শে মার্চ রাজধানীতে বড় ধরনের বিক্ষোভ আয়োজনের পরিকল্পনা করছে বিরোধী দলগুলো। মোদির নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন দল বলছে যে তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি কেজরিওয়ালকে পদত্যাগের আহ্বান জানাবে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ২৫.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

ভারতীয় পণ্য বর্জন না রাজনীতি?

বেশ কিছুদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য বর্জনের প্রচারের পর বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর কাশ্মিরি শাল ছুড়ে ফেলে দেয়া এখন আলোচনায়। এই বিষয়ে বিএনপির দলীয় অবস্থান কী না তা নিয়েও আছে প্রশ্ন। গত ২০ মার্চ বিএনপির নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে তার কাশ্মিরি শাল ছুড়ে ফেলে দেন। সেই শাল পায়ে মাড়িয়ে ভারতীয় পণ্য বর্জনের শ্লোগান দেন বিএপির কর্মীরা। তিনি তার শাল ছুড়ে ফেলার পর বলেন, ``আমরা আজ থেকে সারা বাংলাদেশে দলের নেতা-কর্মীরা ভারতের প্রতিটি পণ্য বর্জন করব। আমরা আমাদের দেশের উৎপাদিত সাবান, উৎপাদিত তেল এটাই ব্যবহার করব। আমরা শুধু ভারতীয় পণ্য বর্জন করব, কারণ যারা বাংলাদেশের মানুষকে সম্মান দেয় না তাদের জিনিস আমরা ব্যবহার করব না।'' এর আগে তিনি ভারতীয় পণ্য বর্জন ক্যাম্পেইনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বলেন, ``সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে ঢেউ দৃশ্যমান, তাতে মনে হয় দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী ভারতীয় পণ্য বর্জনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে। সুতরাং জনগণের দল হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বিএনপিসহ ৬৩টি গণতন্ত্রকামী দল এবং দেশপ্রেমিক জনগণ ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করছে।'' অবশ্য বিএনপি আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো ভারতীয় পণ্য বর্জনের কর্মসূচিকে তাদের দলীয় কর্মসূচি হিসেবে ঘোষণা করেনি। সোমবার বিএনপি মহানচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, ``বাংলাদেশ কোনো দেশের প্রভুত্ব মানবে না। কোনো দেশ যদি মনে করে, আমাদের ওপরে প্রভুত্ব করবে, তাদের জেনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের মানুষ কোনো দিন সেই প্রভুত্ব স্বীকার করেনি। মোগল আমলে করেনি, ব্রিটিশ আমলে করেনি, পাকিস্তান আমলে করেনি, এখনো করবে না।'

এদিকে রুহুল কবির রিজভী কাশ্মিরি শাল ছুড়ে ফেলার পর বৃহস্পতিবার বলেছেন, ``ভারতীয় পণ্য বর্জনের প্রচারের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে আমি আমার ব্যবহার করা ভারতীয় চাদর ফেলে দিয়েছি। আমি নিজের চিন্তা থেকে চাদর ছুড়ে ফেলেছি। একজন বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলনকে আমি যৌক্তিক মনে করি। সে কারণে সেই আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছি আমি।'' আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ``পণ্য বর্জন এটা কি সম্ভব! বাংলাদেশ ও ভারতের যে অবস্থা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যে লেনদেন, যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, তার মধ্যে এমন বর্জনের প্রস্তাব বাস্তব সম্মত কি না! আসলে তারা ভারতীয় পণ্য বর্জনের নামে দেশের অর্জনকে ধ্বংস করতে চায়।'' তার কথা, ``বিএনপি নেতারা ব্যর্থতার জন্য তারা নিজেরাই ক্লান্ত, তাদের কর্মীরা হতাশ, নেতাদের কারো সঙ্গে কারো কথার মিল আমরা দেখি না। মঈন খান ভারতের সহযোগিতা চান, রিজভী আবার ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দেন।''

বিএনপির বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক সালাহউদ্দিন আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলে, ``ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছে দেশের মানুষ। দেশের মানুষের এই যৌক্তিক কর্মসূচির প্রতি আমরা সমর্থন দিয়েছি। সংহতি প্রকাশ করেছি। কারণ ভারত আমাদের সঙ্গে প্রতিবেশিসুলভ আচরণ করছেনা। তারা নির্বাচনে একটি দলকে সমর্থন দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে। দেশের মানুষ এটা মানছে না। তারা পণ্য বর্জনের মাধ্যমে প্রতিবাদ করছে।'' এটা বাস্তবে সফল হবে কী না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ``আমরা তো ভারতকে একটা সিগন্যাল দিচ্ছি। এটা তো প্রতিবাদ। আমাদের ঈমানী শক্তি আছে। আমরা সফল হবো।'' এর জবাবে বানিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, ``বিএনপি একটা রাজনৈতিক স্টান্টবাজি করছে। মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে। ভারতের নির্বাচন শেষ হলেই দেখবেন তারা দৌড়ে ভারতে যাবে।'' তার কথা, ``এই বয়কটের ডাকে কোনো প্রভাব পড়বে না। আমরা প্রধানত ভোগ্য পণ্য আনি যা আমাদের প্রয়োজন। তারা যদি চিকিৎসার জন্য ভারত না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন সেটা অনেক ভালো হতো। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ``আমাদের সীমান্ত হত্যাসহ আরো যেসব ইস্যু ভারতের সঙ্গে আছে সেসব ব্যাপারে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা চাই।''

বাংলাদেশের আমদানির ২০ ভাগই ভারতীয় পণ্য। এরমধ্যে ভোগ্যপণ্য এবং কাঁচামাল প্রধান। এছাড়া ভারতীয় টুথ পেস্ট, মাউথওয়াশ, অলিভ ওয়েল, সানফ্লাওয়ার ওয়েল, কাপড় কাঁচার পাউডার, বিভিন্ন ধরনের গায়ের সাবান, চকলেট আর চিপসের একটা বাজার তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। আর ভারতীয় শাড়ি এবং পোশাকের বাজারও আছে। কিন্তু সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, চীন, কোরিয়াসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব ঘরে ব্যবহারের পণ্য আসে তার তুলনায় ভারতীয় পণ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে জানান ব্যবসায়ীরা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ১৪.২২ বিলিয়ন ডলার, আগের বছর তা ছিল ১৬.১৫ বিলিয়ন ডলার। ২০২২ সালে ভারত থেকে বাংলাদেশ ১৩.৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে। আর রপ্তানি করে

২.৩৫বিলিয়ন ডলারের পণ্য। এদিকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমছে। ভারত থেকে খাদ্যপণ্য আমদানিও কমছে,এর কারণ হিসাবে ব্যবসায়ীরা ডলারের সংকট ও উচ্চমূল্যের কথা বলছেন । ভারত থেকে নানা ধরনের ভোগ্যপণ্য আমদানিকারক শামীম আহমেদ বলেন, ``আসলে কোনো দেশের পণ্য বয়কট করা কতটা সম্ভব তা নির্ভর করে আমাদের চাহিদা আছে কি নাই তার ওপরে। এখন যদি পেঁয়াজ আমাদের পর্যাপ্ত থাকে তাহলে ভারতীয় পেঁয়াজ আমরা আমদানি নাও করতে পারি। ভারত থেকে আমরা যেসব পণ্য আনি তাতে আমরা সুবিধা পাই বলে আনি। আমরাও রপ্তানি করি। আর সাপটা এগ্রিমেন্টে আমরা দুই দেশই কিছু শুল্ক সুবিধা পাই। তবে আমরা চাই আমাদের পণ্য আরো বেশি ভারতে যাক'' বলেন এই ব্যবসায়ী। আর ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সহ সভাপতি শোয়েব চৌধুরী বলেন, ``আমরা ভারত থেকে যা আমদানি করি তার মধ্যে ভোগ্যপণ্য সবচেয়ে বেশি। এরপরে রয়েছে গার্মেন্টস এবং ওষুধের কাঁচামাল। অন্যান্য পণ্য তেমন নয়। আমরা এগুলো ভারত থেকে কম্পিটিটিভ প্রাইসে পাই বলে আনি,আর এত কম সময়ে অন্য কোনো দেশ থেকে তো আনা যায় না। তিনি বলেন, ``বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের নানা ট্যারিফ, নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার আছে। সেটা কাটানো গেলে ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বাড়বে। উত্তর ও পূর্ব ভাতের রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশের বিলাস সামগ্রীসহ নানা পণ্যের চাহিদা আছে। প্রাণসহ আরো কয়েকটি গ্রুপের বড় বাজার আছে ভারতে। আমাদের ইনফর্মাল ট্রেড আছে।'' তার মতে, ``আমরা যদি ভারতের পণ্য বর্জনের কথা রাজনৈতিক কারণে বলি আর যদি তারা এর প্রতিক্রিয়ায় কোনো পণ্য দেয়া বন্ধ করে তাহলে এখানে ক্রাইসিস হবে। ভারত আমাদের আমদানির দ্বিতীয় অবস্থানের দেশ। সাপ্লাই চেইন বাধাগ্রস্ত হলে অনেক ভোগ্যপণ্যের ক্রাইসিস হবে। তাতে সিন্ডিকেট যারা করে তারা লাভবান হবে।'' তিনি বলেন,``ডলার ক্রাইসিসের কারণে দুই দেশের বাণিজ্য কমলেও এখন ভারতীয় রুপিতে ব্যবসা চালু হওয়ায় আমদানি রপ্তানি আবার বাড়ছে।''

দুই অর্থনীতিবিদের কাছে প্রশ্ন করলে তারা এই রাজনৈতিক বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি। তাদের কথা, ``যারা বয়কটের ডাক দিয়েছে তারাই জানে এটা সফল হবে কীনা। আর লাভ কী হবে।'' ভারতীয় পণ্য বর্জনের তেমন প্রভাব বাজারে নেই বলে জানান কলাবাগানের রহিম ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক আব্দুর রহিম। তিনি বলেন, ``ভারতীয় যেসব ভোগ্য পণ্য আছে তা মানুষ আগের মতোই কিনছে। তবে বর্জনের বিষয়টি আলোচনায় আছে। কেউ কেউ এটা নিয়ে কথা বললেও কেনা থেকে বিরত নেই। তবে আরো অনেক বিদেশি পণ্য আছে সেগুলোর চাহিদা ভারতীয় পণ্যের চেয়ে বেশি।'' তার কথা, ``অনেক প্রসাধন সামগ্রী আছে যেগুলো বহুজাতিক কোম্পানির কিন্তু ভারত থেকে আসে। সেগুলোকে ক্রেতারা ভারতীয় পণ্য হিসেবে বিবেচনা করেন না।'' আর নিউ মার্কেটের কাপড় ব্যবসায়ী আল আমিন জানান, ``এমনিতেই ডলার সংকটের কারণে আমদানি কম। তবে যারা ভারতীয় পোশাক পোশাক যারা পছন্দ করেন তার কিনছেন।'' তবে তার কথা, ``দেশীয় বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজ এখন ভালো মানের পোশাক তৈরি করছে, তাদেও শাড়ি, পাঞ্জাবি, সালোয়ার কামিজের চাহিদা অনেক দিন ধরেই বাড়ছে।'' শেখ আব্দুস সাত্তার লিমন নামে একজন বেসরকারি চাকরিজীবী বলের, ``ভারতীয় পণ্য বয়কটের আহ্বানে তার চাহিদা কমেছে বলে আমার কাছে মনে হয়না। আমি নিজেও পণ্য কেনার ক্ষেত্রে এটা বিবেচনা করিনা। আমার কাছে যেটা ভালো লাগে সেটাই কিনি। তবে নানা কারণে ভারতীয় নীতির বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের ক্ষোভ আছে, তার বহিঃপ্রকাশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হচ্ছে।'' আর আর আতিকুর রহমান বলেন, ``এই সময়ে কোনো দেশের পণ্য বর্জন, বয়কট কাজে দেয় বলে আমার মনে হয় না। আর প্রতিবেশি দেশ ভারতের সঙ্গে আমাদেও ব্যবসা বাণিজ্য তো বন্ধ করা সম্ভব নয়। আমাদেও উচিত তাদের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কীভাবে কমানো যায় সেই চেষ্টা করা।'' নবিল সাদের মতে, ``ভারতীয় পণ্য বয়কটের যে প্রচার চলছে এটা ভারতের প্রতি ক্ষোভের প্রকাশ। কারণ তিস্তার পানি, সীমান্ত হত্যাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ভারত আমাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করছেনা।' (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:২৫.০৩.২০২৪ রিহাব)

কালোরাত্রি আর যুদ্ধদিনে `স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে,র স্মৃতি

একাত্তর তাদের একত্রিত করেছে মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট `স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে'। তখন তাদের ঠিকানা কলকাতার ৫৭/৮, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। তাদের কেউ তখন রেডিও পাকিস্তানের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্ট, কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, কেউবা সাংবাদিক, কেউ কলেজ পড়ুয়া তরুণ। কলকাতার সে বাড়িতে কেউ প্রকৌশলী, কেউ বা শিল্পী, কেউ সংবাদ পাঠক, কেউ যন্ত্রশিল্পী কিংবা সংবাদের ট্রান্সস্ক্রিপ্টর। একাত্তরে তাদের কারো কারো অবদান প্রচারের আলোয় এলেও অনেকেই থেকে গেছেন নিভৃতে। সেই কয়েকজনের স্মৃতিতে ২৫ মার্চ কালরাত্রি আর যুদ্ধদিনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা। সারা ঢাকা শহর তখন উত্তাল। নানা নেগোসিয়েশন চলছে। নাসরীন আহমেদ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিভাগের শিক্ষার্থী। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬৭৭ নাম্বার বাড়ির পাশেই ৬৭৮ নম্বর বাড়িটি তাদের। মা বদরুন্নেসা বেগম রাজনীতিবিদ। যার নামে এখনকার বদরুন্নেসা কলেজ। নাসরীনও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। দুপুরে শেখ মুজিব তাদের বাড়িতে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, `তাজউদ্দীন এসেছে'। নাসরীন বললেন `না'। চা খেতে চাইলেন। পরে আবার নাও করলেন। যাবার সময় বললেন ,' আজ রাতটা খুব খারাপ'। বিকেলে মিরপুর রোডের রাস্তাটা থমথমে হয়ে গেল। নাসরীন দেখলেন , `অনেক কর্মী বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে

এলো। বাড়িটি ঘিরে রাখার জন্য। বঙ্গবন্ধু সবাইকে চলে যেতে বললেন। সন্ধ্যায় আমার ফুফাতো ভাই বঙ্গবন্ধুর প্রেস সেক্রেটারি আমিনুল হক বাদশা বঙ্গবন্ধুর একটা মেসেজ নিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে চলে গেলেন। সেখানে সব সাংবাদিক ছিলেন। রাত বাড়ছে। মিরপুর রোডে লোকজন ব্যারিকেড দিচ্ছে। গাছ কাটার শব্দ হচ্ছে। অনেকটা সময় পর আর্মি কনভয় এলো। তারা গেল বঙ্গবন্ধুর বাসায়। আমাদের দুই বাসার মধ্যে বাউন্ডারি। যখনই বলা হলো, জওয়ান পজিশনস। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেয়ালজুড়ে তারা দাঁড়িয়ে গেল। পর মুহূর্তেই বললো `ফায়ার'। শুরু হয়ে গুলি, সাথে গালি। আমি আর বাবা জানালা থেকে সরে এলাম। সমান তালে গুলি চলল। কিছুক্ষণ পর শুনছি, দরজার সামনে আর্মির মেশিনগানের শব্দ। ভাবলাম ঐ বাড়িতে সব শেষ করেছে। এবার আমাদের বাড়িতে। অপেক্ষায় আছি। কিন্তু কিছু হলো না। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির গেইট খোলার শব্দ শুনলাম। শুনলাম, আর্মি ট্রাক বেরিয়ে যাবার শব্দ। কে যেন বলে উঠল, জয় বাংলা। তারপর সব চুপ। আমরা ঘরে বসে আছি। কিছুক্ষণ পর পূর্বদিকের জানালায় টোকা। খুলতেই বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত ড্রাইভার মুন্সি বলল, সাহেব (বঙ্গবন্ধু) কে ধরে নিয়ে গেছে'।

রেডিও পাকিস্তান, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে কর্মরত টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট আমিনুর রহমান ২৪ ও ২৫ মার্চ অবস্থান নিয়েছিলেন রাজপথে। ছাত্র ইউনিয়নের এই কর্মীর কাছে খবর ছিল, ঢাকায় আক্রমণ হবে। চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ থেকে অস্ত্রবাহী ট্রাক যেন ঢাকায় না পৌঁছাতে পারে, সে জন্য তারা রাজপথে ব্যারিকেড দিয়ে কর্মসূচি পালন করেছেন। অন্যদিকে অবজারভারের তরুণ সাংবাদিক মৃণাল কৃষ্ণ রায় তখন অবস্থান করছিলেন শাঁখারি বাজারে নিজ ভবনে। ৬৩ নাম্বার বাড়িটিতে তারা থাকতেন। দুপুর থেকেই সেনা টহল। বাড়িতে হ্যান্ড গ্রেনেড ছোঁড়া হলো। তখন দ্বিতীয় তলা থেকে নেমে নীচের এক রুমে তারা আশ্রয় নিলেন। বাড়িতে ঢুকলো আর্মি। কাউকে না পেয়ে চলে গেল। মৃণাল বুঝলেন এখানে থাকা চলবে না। ম্যাথর গলি দিয়ে সন্ধ্যায় তারা গিয়ে পানিটোলায় এক বাড়ির ছাদে। রাতে সেখানেও গুলি হলো। আতঙ্কে কাটলো পুরো রাত। আতঙ্কে রাত কেটেছে ঢাকায় কলেজ অব মিউজিকের শিক্ষার্থী মনোয়ার হোসেন খানেরও। ২০ বছর বয়সী এই তরুণ দেখেছেন, কেমন ভয়াল রাত নেমেছিল ঢাকায়। দেখেছেন, বংশালে আগুন জ্বলছে। রাত পার করে পরদিন বেশ কিছু পরিবারকে তিনি সাহায্য করেছেন, পালিয়ে যেতে। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র পরিতোষ কুমার সাহা আগের দিন ঢাকায় এসেছিলেন মায়ের বারণ উপেক্ষা করে। উঠেছিলেন ইন্দিরা রোডে। বিকেলের দিকে দেখলেন, মিছিল আর মিছিল। রাতে ঢাকায় যখন আগুন জ্বলছে, তখন তিনি আশ্রয় নিয়েছেন এক ভিনদেশি খ্রিস্টান ভদ্রলোকের বাসায়। পরদিন শহরে দেখলেন, শুধু লাশ আর লাশ। ১৯৭১ এর ২৬ মার্চ চালু হয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। ৩০ মার্চ দুপুরে বিমান হামলা হলো সে বেতার কেন্দ্রে। বিকল হয়ে গেল ট্রান্সমিটার। তখন থেকেই বেতারকর্মী সৈয়দ আবদুস শাকের, মোস্তেফা আনোয়ার, বেলাল মোহাম্মদ, রাশেদুল হোসেন, আব্দুল কাদের সন্দ্বীপ, আমিনুর রহমান, শরিফুজ্জামান, রেজাউল করিম, কাজী হাবিবউদ্দিন এবং আবদুল্লাহ আল ফারুক নেমে পড়েন ট্রান্সমিশন চালু করতে। তখনকার টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্ট আমিনুর রহমান বলছিলেন, `আমাদের একটা স্ট্যান্ডবাই ওয়ান কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার ছিল। ঐ ট্রান্সমিটার আমরা পটিয়া নিয়ে যাবার চিন্তা করলাম। ১ এপ্রিল আমরা পটিয়ায় যাই। ঐ দিন আমাদের সহকর্মী রাশেদুল হোসেন ও শরফুজ্জামান যায় ট্রান্সমিটার নিয়ে আসতে। আর আমি ও বেলাল মোহাম্মদ তখনকার সংসদ সদস্য অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরীর বাসায় যাই। তিনি বললেন, যেহেতু কালুরঘাট স্টেশনে বিমান আক্রমণ হয়েছে, যদি ট্রান্সমিটার পটিয়ায় বসানো হয়, তবে এখানেও বিমান আক্রমণ হবে। পরামর্শ দেয়া হলো, ট্রান্সমিটারটি রামগড় বর্ডারে নিয়ে যাবার। ২ এপ্রিল ট্রান্সমিটারটি পটিয়া মাদ্রাসায় রেখে আমরা দশজন একটা মাইক্রোবাসে করে রামগড় গেলাম। পৌঁছালাম তিন এপ্রিল। এখানে ভারতের বিএসএফ সহযোগিতা করলো। তাদের একটা শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার আমাদের নিয়ে গেল। সেখানে আমরা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের কিছু সংবাদসহ কিছু পাঠ করলাম। ৪ এপ্রিল আমি আর রাশেদুল হোসেন এক কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার নিয়ে যাবার জন্য চট্টগ্রামে ফেরত আসি'। দুইটি জিপ নিয়ে নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে ট্রান্সমিটার নিয়ে রামগড় পৌঁছালাম আট এপ্রিল। এর মধ্যে দুইটি দল হলো। এক গ্রুপ গেলো আগরতলায়। অন্য গ্রুপ বেলোনিয়া। সেখান থেকেই এক কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার দিয়ে চালু হলো ট্রান্সমিশন। পরে সরকারের মধ্যস্থতায় ১০ জনের দলকে আগরতলা থেকে কার্গো বিমানে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। শক্তিশালী ৫০ কিলোওয়াট শক্তিমত্তায় চালু হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমিনুর রহমানসহ সাতজন প্রকৌশলী ছিলেন সে বেতার কেন্দ্রে। সেখানেই জুনের প্রথমে ইংরেজি সংবাদ পাঠক হিসেবে যোগ দিলেন নাসরীন বেগম। তার ছদ্মনাম জেরিন আহমেদ। শুধু খবরই পড়েননি, অনেক গানও গেয়েছেন। তবে খবর পড়া শুরুর আগে রেকর্ড হয়েছিল তার গান। আমি ভয় করবো না, ভয় করবো না-গানখানি রেকর্ড হয়ে প্রচার হয়েছিল। মাঝে মাঝেই কোরাস গানে অংশ নিতেন।

নাসরীন বলছিলেন, `ছয় ডিসেম্বর আমি আর ছদ্ম নামে সংবাদ পাঠ করলাম না। তখন নিজের নামটাই বললাম। সাথে জুড়ে দিলাম ডাক নামটিও। পড়লাম, দিস ইজ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। দা নিউজ রেড বাই নাসরীন আহমেদ শিলু'। রাজেন্দ্র কলেজের শিক্ষার্থী পরিতোষ কুমার সাহা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিলেন তবলা বাদক হিসেবে। তার জন্য সুপারিশ করেছিলেন নেতা ওবায়দুর রহমান। কলকাতায় কোকাকোলা বিল্ডিং সেই নেতার সঙ্গে

দেখা করতে গেলে তখন সেখানে আসেন শিল্পী আপেল মাহমুদ ও আব্দুল জব্বার। ওবায়দুর রহমানের অনুরোধে পরিতোষকে তারা নিয়ে আসেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। সেখানে প্রোগ্রাম প্রোডিউসার তাহের সুলতান তার বাদনের পরীক্ষা নেন। গানও গাইলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি তার মফস্বল শহরে নানা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে গান গেয়েছেন। তবলা বাজিয়েছেন। সেই আত্মবিশ্বাসেই পরিতোষ গাইলেন, `আমি ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম'। বেতার কেন্দ্র তবলা বাদক হিসেবে যুক্ত হলেন পরিতোষ। মহড়া, রেকর্ডিং এবং নানা ক্যাম্পে তিনি শিল্পীদের সঙ্গে বাজাতেন। পারিশ্রমিক পেতেন প্রতি প্রোগ্রামে ১৫ টাকা। মাদারিপুরের সন্তান মনোয়ার হোসেন খান দেশে থাকতেই বেতারে ৮০ টাকা কন্ট্রাক্টে প্রোগ্রাম করতেন। তাকে প্রোগ্রাম দিতেন বেতারের আনিস সুলতান। সংগীতের শিক্ষার্থী মনোয়ার যখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পৌঁছালেন তখন তাকে পেয়ে সেই আনিস সুলতান জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, `এসেছ। ভালো করেছ।` মনোয়ার বলছিলেন, ` বিভিন্ন জায়গায় যেতাম। প্রোগ্রাম করতাম। কোরাস গানই বেশি করেছি।` তার ছদ্মনাম ছিল `মনোহর'।

অবজারভারের সাংবাদিক মৃণাল কৃষ্ণ রায় কলকাতায় গিয়ে বাংলাদেশ হাই কমিশনে প্রায়ই যেতেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তার সঙ্গে দেখা হলো সাংবাদিক তোয়াব খানের। তোয়াব খান তাকে বললেন, `মৃণাল তুমি কবে এসেছ?' কামাল লোহানী বললেন, 'তুমি কোথাও জয়েন করেছ? 'মৃণাল তখন বললেন, `গাফফার ভাই তার জয় বাংলা পত্রিকায় নেবেন বলেছেন। আমি সিদ্ধান্ত নেইনি।` পরে কামাল লোহানীর অনুরোধেই তিনি জয়েন করলেন ট্রান্সক্রিপশন সেকশনে। কামাল লোহানীর তত্ত্বাবধানে নিউজ কালেক্ট করতেন, খবরগুলো স্ক্রুটিনাইজ করতেন, সিরিয়াল করতেন। আবার মাঝে মাঝে গানের কোরাসে লোক কম হলে গলাও মেলাতেন। তার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে ১৬ ডিসেম্বর দিনটি। বলছেন, `আমরা এর মধ্যেই জেনে গিয়েছিলাম দেশ স্বাধীন হতে চলেছে। স্টুডিও রুমে সবাই জমায়েত হলাম। বলা হলো, স্বাধীন হবার নিউজটা ব্রডকাস্ট করতে। লোহানী ভাইয়ের বলিষ্ঠ কণ্ঠ। ঠিক হলো, তিনিই ঘোষণা করবেন। কিন্তু যারা নিয়মিত কণ্ঠ দেয়, তারা বললেন, আমরা কেন কণ্ঠ দেব না। এত বড় ঘটনা। লোহানী ভাই বললেন, ঠিক আছে। তোমরা দাও। কিন্তু তাদের ভয়েস ফেইল হলো। তারপর সিদ্ধান্ত হলো, লোহানী ভাই দেবেন। তিনি দিলেন। একবারেই টেক ওকে হলো'।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ২৮০ জনের মুক্তিযুদ্ধের শব্দসৈনিক স্বীকৃতি মিলেছে। আর ৫০ জনের তালিকা প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তবে স্বাধীন বাংলা বেতার কর্মী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন খান বলছেন, `বেতারে চারশ'র ওপর কর্মী ছিলেন। অনেকেই স্বাধীনতার পর দেশের নানা জায়গায় চলে গেছেন। তাদের খুঁজে পাওয়া অনেক দুরূহ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। `একই সঙ্গে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সরকার আর কাউকে শব্দসৈনিক স্বীকৃতি দিতে চায় না। স্বাধীন দেশে বেতার থেকে প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে অবসর নেয়া আমিনুর রহমান শেখ মুজিব বেঁচে থাকতে `বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদকে'র জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। বর্তমানে চট্টগ্রামে অবস্থান করছেন। শরীরে বাইপাস সার্জারি হয়েছে। তবু বলছেন, `দেশ আমাকে যা দিয়েছে তা আমি শোধ করতে পারব না'। তবলা বাদক পরিতোষ কুমার সাহা শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছেন। স্বাধীন দেশে বিশ বছর বেতারে চুক্তিভিত্তিক ছিলেন। পরে স্টাফ হন। অবসরে সরকারিকরণের কোন সুবিধা পাননি। আক্ষেপ করে বললেন, `খালি হাতে অবসর নিয়েছি। তবু ভালো আছি'। সাংবাদিক মৃণাল কৃষ্ণ রায় এখন অশীতিপর। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা বলতে গিয়ে ভরে ওঠা বুকে তিনি শুধু বলেন, `দেশটা অসাম্প্রদায়িক হলো না!' (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:২৫.০৩.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদ দিয়েই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় : শেখ হাসিনা

একাত্তরের পরাজিত শক্তিরা তাদের পরাজয়ের বদলা নিতে এখনো তৎপর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। সোমবার মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে সরকার প্রধান একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, স্বাধীনতা বিরোধী দোসররা সুযোগ পেলেই আঘাত হানবে কারণ তাদের একমাত্র বাধা আওয়ামী লীগ। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে এবং সঠিক পরিকল্পনা থাকলে সীমিত সম্পদ দিয়েও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এদেশের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই তার সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। পবিত্র রমজানে সাধারণ মানুষের যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য তার সরকারের আপ্রাণ চেষ্টা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

(রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ২৫.০৩.২০২৪ এলিনা)

১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে স্বাধীনতা পুরস্কার হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কার হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের কাছে ২০২৪ সালের স্বাধীনতা পুরস্কার তুলে দিয়েছেন তিনি। সোমবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রী এই পুরস্কার তুলে

দেন। এর আগে গত ১৫ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। আজকের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রমজান মাসে দেশের মানুষের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য আমরা মানুষের মাঝে বিনা পয়সায় খাদ্য বিতরণ করছি। আমরা ইফতার পার্টি বাদ দিয়েছি। আমাদের নেতাকর্মী, প্রতিষ্ঠান সবাইকে আহ্বান করেছি ইফতার পার্টি না করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইফতার বণ্টন করতে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

আজ জাতীয় গণহত্যা দিবস

আজ পঁচিশে মার্চ। জাতীয় গণহত্যা দিবস। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কিত হত্যাযজ্ঞের দিন। নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বর্বরোচিত গণহত্যা চালানোর এক ভয়াল স্মৃতির কাল রাত এই ২৫শে মার্চ। ১৯৭১ সালের এই রাতে পাকিস্তানি বর্বর সেনা বাহিনীর হাতে রচিত হয়েছিল বিশ্বের নৃশংসতম গণহত্যার এক কালো অধ্যায়। কুখ্যাত অপারেশন সার্চলাইট নামে মুক্তিকামী বাঙালির কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন শুরু করেছিল হানাদাররা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রাক্কালে এই গণহত্যার দিনটিকে জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে স্মরণ করে আসছে জাতি। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

চার দিনের সফরে ঢাকা এসে পৌঁছেছেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক

ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আজ ঢাকা এসেছেন। সোমবার সকাল দশটায় এসে ঢাকায় এসে পৌঁছান তিনি। ঢাকায় বিমানবন্দরে রাজা ওয়াংচুক কে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। এরপর সকাল সাড়ে দশটার দিকে তাকে গার্ড অফ ওনার প্রদান করা হয়। আজই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সমঝোতা স্মারক সই করার কথা রয়েছে তার। বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নবগঠিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি কোন বিদেশি রাষ্ট্র প্রধানের প্রথম বাংলাদেশ সফর। সফরে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তিনটি চুক্তি সই ও একটি চুক্তি নবায়নের কথা রয়েছে।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

ছদ্মবেশী গণতন্ত্রের নামে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে সরকার : মীর্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জোর করে ক্ষমতা দখলকারী সরকার আজ মানুষের বুকের উপর চেপে বসেছে। অথচ তাদের ক্ষমতায় বসার কোনো বৈধতা নেই। এরা ১৯৭৫ সালেও বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। আর এখন ছদ্মবেশে গণতন্ত্রের নামে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে। সোমবার ৯ পল্টনে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মীর্জা ফখরুল বলেন যে, ভোটাধিকারের মাধ্যমে দেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় সেই অধিকার আজ কেড়ে নেয়া হয়েছে। আজ সত্য কথা বললেই গ্রেফতার করা হয়। তিনি আরো বলেন, দেশের যাবতীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি স্থানে দলীয় লোক বসানো হয়েছে। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

দেশের কয়েকটি স্থানে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

সোমবার দেশের ৮ বিভাগে বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। তবে বৃষ্টির প্রবণতা ছয় বিভাগে বেশি এবং দুই বিভাগে কম থাকতে পারে। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে বলেও জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। সোমবার সকাল ৯টা থেকে আগামী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আবহাওয়াবিদ মোঃ আবুল কালাম মল্লিক জানান, দেশের ৮ বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা বা ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবারও বৃষ্টির প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে ৩টি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সফররত ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াং ঢুকের উপস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এ সময় একটি চুক্তি নবায়নও করা হয়েছে। সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসব সমঝোতা স্মারক সই হয়। সমঝোতা স্মারক গুলো হল ভুটানের থিম্পুতে একটি বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশের কুড়িগ্রামে ভুটানের জন্য বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং অন্যটি ভোক্তা সুরক্ষায় প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিষয়ক। এছাড়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংক্রান্ত চুক্তিটি নবায়ন করা হয়েছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শেখ হাসিনা এবং ভুটানের রাজা একান্ত এবং দ্বি-পক্ষীয় বৈঠক করেন। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

মির্জা ফখরুল কোথায় মুক্তিযুদ্ধ করেছেন জানতে চেয়েছেন ওবায়দুল কাদের

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কোথায় মুক্তিযুদ্ধ করেছেন জানতে চেয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। সোমবার রাজধানীর গুলিস্তানে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওবায়দুল কাদের একথা বলেন। তিনি বলেছেন বিএনপি'র জন্যই গণহত্যা দিবস আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। বলেন দেশটি দালালে ভরে গেছে। এদের দালালের কারণেই পাকিস্তানের কাছ থেকে ন্যায্য পাওনা বুঝে পায়নি বাংলাদেশ। এসময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে রুহুল কবির রিজভীর মত মাথা গরম না করারও পরামর্শ দেন ওবায়দুল কাদের। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশ কোনো দেশের প্রভুত্ব মানবে না : মির্জা ফখরুল

রক্তের দামে কেনা বাংলাদেশ কোন দেশের প্রভুত্ব মানবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, কোনো দেশ যদি মনে করে আমাদের উপরে প্রভুত্ব করবে তাদের জেনে রাখতে হবে বাংলাদেশের মানুষ কোনোদিন সেই প্রভুত্ব স্বীকার করবে না। মোঘল আমলে করেনি, ব্রিটিশ আমলে করেনি, পাকিস্তান আমলেও করেনি, এখনো করবে না। আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর নয়া পল্টনে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশে মির্জা ফখরুল ইসলাম এসব কথা বলেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন যে, ভোটাধিকারের মাধ্যমে দেশে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় সেই অধিকার আজ কেড়ে নেয়া হয়েছে। দেশের যাবতীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

ভুটানের রাজার এবারের সফরে জলবিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে চুক্তিটি হচ্ছে না : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জলবিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে ভুটানের রাজার এবারের সফরে চুক্তিটি হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ভারত যেভাবে নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানিতে সহায়তা করেছে ভুটান থেকে আমদানি ক্ষেত্রেও দেশটি সেভাবে সহায়তা করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সোমবার দুপুরে রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে ভুটানের রাজার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের কাছে এসব কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ৮জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কায়েত পাড়ায় জমি ব্যবসা নিয়ে পুরোনো দ্বন্দ্বে আবারও সংঘর্ষে ঘটনা ঘটেছে। এতে এক শিশুসহ অন্তত ৮ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দিন রয়েছেন। সোমবার সকাল ৬:৩০ টার দিকে উপজেলার কায়েতপাড়া ইউনিয়নের নাওড়া গ্রামে কায়েত পাড়ার সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম ও সাবেক ইউপি সদস্য মোশারফ হোসেনের সমর্থকদের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

মোংলা ইপিজেডে পুলিশ-শ্রমিক সংঘর্ষ অন্তত ৩০ জন আহত

মোংলা ইপিজেডে ভারতীয় মালিকানাধীন ভিআইপি লাগেজ ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভের সময় পুলিশ ও ইপিজেড এর নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে শ্রমিকদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। প্রায় আড়াই ঘণ্টার ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার সংঘর্ষে সংবাদকর্মীসহ অন্তত ত্রিশ শ্রমিক আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশ ৮ জন শ্রমিককে আটক করেছে। সোমবার বেলায় ১১:৩০ টার পর থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত মংলা ইপিজেডের গেটে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ২৫.০৩.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

৫৪তম স্বাধীনতা দিবস আজ

২৬ মার্চ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। বাঙালি জাতির গৌরবদীপ্ত দিনগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি দিন আজ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকার গভীর রাতে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) নিরীহ জনগণের উপর হামলা চালায়। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গোলাবর্ষণ করা হয়, অনেক স্থানে নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয় এবং অনেক স্থানে পরিকল্পিতভাবে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়।
মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত হত্যাযজ্ঞের সাক্ষী ২৫ মার্চ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের সেনা অভিযানের সাংকেতিক নাম দিয়েছিল `অপারেশন সার্চলাইট,। সেদিন মধ্যরাতে ঢাকার পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশলাইন, নীলক্ষেত এলাকায় নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালায় বর্বর হানাদার বাহিনী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে জহুরুল হক হলের প্রায় ২০০ জন ছাত্র ও রোকেয়া হলের ৩০০ জন ছাত্রীকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে পাকবাহিনী। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাতে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তার হওয়ার একটু আগে ২৫ মার্চ রাত ১২টার

পর (২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে) তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন যা চট্টগ্রামে অবস্থিত তৎকালীন ই.পি.আর এর ট্রান্সমিটারে করে প্রচার করার জন্য পাঠানো হয়। ঘোষণাটি নিম্নরুপ:

অনুবাদ: এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক।

২৬ মার্চ বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাসেম সহ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন কর্মকর্তা ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান প্রথম শেখ মুজিব এর স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রটি মাইকিং করে প্রচার করেন। পরে ২৭ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালে ২৭ মার্চের এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা ঘটে যা নয় মাস স্থায়ী হয়। ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনে এই দিনটিকে বাংলাদেশে জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয় এবং সরকারিভাবে এ দিনটিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে উদযাপন শুরু হয়। ৩১ বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে দিবসের শুভ সূচনা করা হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকা ও বিভিন্ন রঙের পতাকা দিয়ে সজ্জিত করা হয়। জাতীয় স্টেডিয়ামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ, কুচকাওয়াজ, ডিসপ্লে ও শরীরচর্চা প্রদর্শন করা হয়। এই দিনটিতে সরকারি ছুটি থাকে। পত্রিকাগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করে। বেতার ও টিভি চ্যানেলগুলো বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে। ২০২১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরের সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হয়। স্বাধীনতা পুরস্কার বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদক। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণে ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতি বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে এই পদক প্রদান করা হয়।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৬.০৩.২০২৪ নারগীস)

মেঘনায় ট্রলারডুবিতে নিহত ৯

কিশোরগঞ্জের ভৈরবের মেঘনা নদীতে বাল্কহেডের ধাক্কায় ট্রলারডুবির ঘটনায় পুলিশ কনস্টেবল সোহেল রানার শিশু সন্তান রাইসুল ইসলামের (৫) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (২৫ মার্চ) দুপুরে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এর আগে সকালে পুলিশ সদস্য সোহেল রানা (৩৫) ও বেলন দে (৩৮) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। শিশু রাইসুলের মরদেহ উদ্ধারের মধ্যদিয়েই এ দুর্ঘটনায় উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত হলো। এ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৯ জন। ভৈরব নৌ থানার ইনচার্জ কেএম মনিরুজ্জামান চৌধুরী মরদেহ উদ্ধারের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ভৈরবে মেঘনা নদীতে বাল্কহেডের ধাক্কায় পর্যটকবাহী ট্রলারডুবির ঘটনায় নিখোঁজ আটজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার দিনই এক নারীর মৃত্যু হয়। এ নিয়ে ট্রলারডুবির ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় গত শনিবার রাতে নিহত পুলিশ কনস্টেবল মো. সোহেল রানার বাবা মো. আব্দুল আলিম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেন। এতে ট্রলারটি ধাক্কা দেওয়া বাল্কহেডের সুকানি ও ইঞ্জিন মিস্ত্রিসহ ছয়জনকে আসামি করা হয়। তবে মামলায় কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। মামলাটি ঘটনাস্থলের কারণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ থানায় দায়ের করা হয়েছে। তবে নৌ-পুলিশ তদন্তকাজ শুরু করেছে। পাশাপাশি আসামিদের গ্রেফতার ও বাল্কহেডটি শনাক্তকরণে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

ইফতার পার্টি না করে নিম্নআয়ের মানুষকে সহযোগিতা করুন : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, করোনা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে অর্থনীতিতে আসে চরম ধাক্কা। যার কারণে আমদানি ব্যয় বেড়ে গেছে, দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। আমরা এই সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বলেছি। আমাদের সরকারি কর্মকর্তা এবং দলীয় নেতাদের বলেছি, ইফতার পার্টি না করে নিম্নআয়ের মানুষকে সহযোগিতা করতে। ইফতার পার্টি করে খাওয়া বড় কথা না, মানুষকে দেওয়াই বড় কথা। আমরা সেটাই করছি। সোমবার (২৫ মার্চ) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন।

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে সরকারপ্রধান বলেন, যারা স্বউদ্যোগে মানুষের কল্যাণ করে যাচ্ছেন, তাদের পুরস্কৃত করাই সব থেকে বড় কথা। এই পুরস্কার শুধু পুরস্কার নয়, আরও অনেকে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে আগ্রহী হবে, সেটাই বড় কথা। যারা পুরস্কার পেয়েছেন আমি তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা দেশের বিভিন্ন স্তরে মানুষের কল্যাণে কাজ করা এমন আরও লোকদের বের করে পুরস্কৃত করতে চাই। তিনি বলেন, জাতিসংঘের এসডিজি বাস্তবায়নের পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব লক্ষ্যস্থির করে আমরা আগাচ্ছি। আমরা ২০৪১ সালের

মধ্যে স্মার্ট সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবো। স্বাধীনতার মাসে এটাই আমাদের প্রত্যয়। স্বাধীনতার মাসে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, গণহত্যায় জড়িতদের প্রতি ঘৃণা জানাই। আর যেন এরকম না হয়। এখনও ফিলিস্তিনিতে গণহত্যা চলছে, আমরা এটির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে আসছি। আমরা চাই এই গণহত্যা বন্ধ হোক। আমরা ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আছি। আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। কারণ যুদ্ধের ভয়াবহতা কেমন আমরা জানি। তিনি আরও বলেন, ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগ আমাকে সভাপতি করায় অনেক কষ্ট করে দেশে ফিরে এসেছিলাম। একটাই লক্ষ্য ছিল, বাবার কাছ থেকে তার স্বপ্ন জানতাম বলে সে আলোকে বাংলাদেশকে গড়ে তোলা। আমরা বাংলাদেশের সে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, বাংলাদেশে ভাগ্য পরিবর্তনে। এখানে কেউ ভূমিহীন গৃহহীন থাকবে না। সবাই খাদ্য, চিকিৎসা পাবে, সেই ব্যবস্থা করছি।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছে, তারা দেশে এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছে, আমরা বিজয়ের কথা বলতে পারিনি। মুক্তিযোদ্ধা নিজের পরিচয় দিতে পারেনি। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। একদিকে খুনি, আরেকদিকে স্বাধীনতাবিরোধীদের রাজত্ব ছিল। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

চামড়াজাতপণ্য রপ্তানিতে বড় বাধা পরিবেশ দূষণ

কম দাম ও ভালো মানের কারণে দেশি-বিদেশি ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে দেশের চামড়া ও চামড়াজাতপণ্য। তবে আন্তর্জাতিক মান সনদ না থাকায় রপ্তানি সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারছে না শিল্পটি। এমন বাস্তবতায় ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত চামড়া বা চামড়াজাতপণ্য রপ্তানিতে উৎসে কর কমিয়ে ১ শতাংশ থেকে দশমিক ৫ শতাংশ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ফলে কিছুটা স্বস্তি পাবেন উদ্যোক্তারা। এতে বাড়বে কর্মসংস্থান। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রপ্তানি বাড়াতে উৎসে কর কমিয়ে খুব একটা সুফল হবে না। রপ্তানি বাড়াতে এ খাতে কমপ্লায়েন্স বাড়াতে হবে। কোনো কারখানার কাজের পরিবেশ, শ্রমিক নিরাপত্তা ও অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা সন্তোষজনক হলে ওই কারখানার সঙ্গে লেনদেনে সম্মত হয় বিদেশি ক্রেতারা। এক্ষেত্রে ওই কারখানাকে সরকার আরোপিত এবং ক্রেতাদের নির্দেশিত কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি ও আইন মেনে চলতে হয়। ওই আইন ও নীতিমালার আলোকে কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীরা যেন সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করাই কমপ্লায়েন্স।

চামড়া ও চামড়াজাতপণ্য দেশের দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি পণ্য। এ খাতের পণ্য থেকে চলতি (২০২৩-২৪) অর্থবছর ১৩৩ কোটি বা ১৩ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) প্রায় ৭১ কোটি ডলারের চামড়াজাতপণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা তার আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ কম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২২ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাতপণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় পৌনে ২ শতাংশ কম। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

বুধবার থেকে রাত ৯টার পরও চলবে মেট্রোরেল

পবিত্র ইদ-উল ফিতর উপলক্ষ্যে কেনাকাটার সুবিধা করে দিতে রাত ৯টার পরও চলবে মেট্রোরেল। আসন্ন ইদের কারণে নিউমার্কেটসহ অনেক জায়গায় রাত পর্যন্ত চলে বেঁচাকেনা। দোকান বন্ধ করার পর ক্রেতা ও বিক্রেতা বাসায় ফেরার সময় বিপাকে পড়েন। কেনাকাটার জন্য মানুষ বের হওয়ায় যাত্রীও বাড়বে। তাই ১৬ রোজা অর্থাৎ আগামী বুধবার (২৭ মার্চ) থেকে রাত ৯টার পরও মেট্রোরেল চালু রাখার উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। সংস্থাটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৬তম রোজার দিন মতিঝিল থেকে সর্বশেষ ট্রেন ৯টা ৪০ মিনিটে এবং উত্তরা থেকে সর্বশেষ ট্রেন ৯টা ২০ মিনিটে ছাড়বে। বাড়তি সময়ে ১২ মিনিট পরপর ট্রেন চলাচল করবে। এতে চলাচলরত ট্রেনের সংখ্যা ১০টি বাড়বে। এখন দিনে ১৮৪ বার ট্রেন চলে। তখন চলবে ১৯৪ বার। পবিত্র ইদ-উল ফিতরের দিন মেট্রোরেল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ মার্চ) এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এম এ এন সিদ্দিক ট্রেনের বাড়তি শিডিউল ঘোষণা করবেন। এবিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) জনসংযোগ কর্মকর্তা আফতাব মাহমুদ গালিব বলেন, আসন্ন ইদে মানুষ দোকান-পাট বেশি সময় খোলা রাখে। এসব যাত্রীদের সুবিধার্থে মেট্রোরেল চলাচলের সময়সূচি বাড়বে। আগামীকাল এমডি স্যার এই বিষয়ে ঘোষণা দেবেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

এ যাত্রায় সই হচ্ছে না ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি চুক্তি

বাংলাদেশে সফররত ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগুয়েল ওয়াংচুকের এবারের সফরে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের জলবিদ্যুৎ আমদানি চুক্তি সই হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। সোমবার (২৫ মার্চ) দুপুরে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে রাজার সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের একথা জানান। ভুটানের ট্রাভেল ট্যাক্স বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, এটি স্পেসিফিকভাবে আলোচনা করিনি। এগুলো হচ্ছে ওয়ার্কিং

লেভেলের আলোচনা। মূলত বিবিআইএন-এ জয়েন করার বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে। আজ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর তিনটি সমঝোতা চুক্তি হবে এবং একটি চুক্তি নবায়ন হবে বলেও জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি চুক্তি সই হবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, জলবিদ্যুৎ চুক্তি এই যাত্রায় সই হবে না। কারণ আমাদের আরেকটু কাজ করতে হবে। কবে আমরা আশা করছি খুব সহসাই সেটি আমরা সই করতে পারবো। জলবিদ্যুতের মাঝখানে কি আছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ভারতের ওপর দিয়েই তো লাইন আসতে হবে। ভারত কিন্তু নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানিতে ফ্যাসিলিটেড করেছে। সুতরাং ভুটান থেকে আমদানির ক্ষেত্রেও সহায়তা করবে এটাই স্বাভাবিক।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

ছদ্মবেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিচ্ছে আওয়ামী লীগ: ফখরুল

ছদ্মবেশে গণতন্ত্রের কথা বলে আওয়ামী লীগ একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, এই আওয়ামী লীগ ১৯৭৫ সালে এদেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে একদলীয় শাসন কায়েম করেছিল। আজকে আবার তারা ভিন্ন কায়দায় ছদ্মবেশে মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিচ্ছে। সোমবার নয়া পল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল এই সমাবেশের আয়োজন করে। মির্জা ফখরুল বলেন, যে আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। সেই আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। গণমানুষেরা তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে ভোটের মাধ্যমে। শান্তিতে বসবাস করতে পারবে, কথা বলতে ও লিখতে পারবে স্বাধীনভাবে। সেই আশাভরসা নিয়ে সারাদেশের মানুষ যুদ্ধকে সমর্থন দিয়েছিল। তিনি বলেন, সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে দেশের মালিক জনগণ। কিন্তু ৫২ বছর পর সেই বাংলাদেশের মানুষ তার মালিকানা হারিয়ে ফেলেছে। ২০১৪ সালে নির্বাচনে কেউ অংশ নেয়নি, কেউ যেন নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করেছিল সরকার এমন অভিযোগ করে তিনি বলেন, ২০১৮ সালে রাতে নির্বাচন করেছে। আর এবার এক নাটকীয় মাধ্যমে নিজেরা ডামি প্রার্থী দিয়ে নিজেরাই ভোট করেছে। বিরোধীদল হিসেবে যারা দাবি করে তাদেরও আসন কর্তন করা হয়েছে। এ নির্বাচন কেউ গ্রহণ করেনি। দেশের জনগণ ভোট দেয়নি। এমনকি বিশ্ব এই নির্বাচন গ্রহণ করেনি। মির্জা ফখরুল বলেন, একটি শাসকগোষ্ঠী এদেশের মানুষের বুকের ওপরে চেপে ধরে বসে আছে এমন মন্তব্য করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, এদের কোনো নৈতিক অধিকার নেই, শাসনতন্ত্র ও সাংবিধানিক অধিকার নেই। এরা ১৯৭৫ সালে এদেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে একদলীয় শাসন কায়েম করেছিল জানিয়ে তিনি বলেন, আজকে আবার ভিন্ন কায়দায় ছদ্মবেশে মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিচ্ছে।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

বিনা টিকিটের যাত্রী ঠেকাতে ঢাকার ৪ স্টেশনে বাঁশের ব্যারিকেড

প্রতিবছর ইদ কেন্দ্র করে ঘরমুখো মানুষের ভিড় বাড়ে রেলস্টেশনে। অনেকে আরামদায়ক যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে ট্রেনকেই বেছে নেন। এতে বাড়তি চাপ সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় রেল কর্তৃপক্ষকে। এজন্য এবারও বিনা টিকিটের যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মে প্রবেশে বাধা এবং সুশৃঙ্খলভাবে প্রবেশের জন্য বাঁশের তৈরি ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনসহ চারটি স্টেশনে। রোববার (২৪ মার্চ) সরেজমিনে রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে দেখা যায়, বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। বাঁশের তৈরি পৃথক লাইন করা হয়েছে। যাতে এক লাইনের যাত্রী অন্য লাইনে প্রবেশ করতে না পরে। তাছাড়া লাইনের প্রবেশ মুখে এবং প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের আগে তিন স্তরের টিকিট চেকিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

হাসিনা-ওয়াংচুক বৈঠকে তিন সমঝোতা স্মারক সই

বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে তিনটি নতুন সমঝোতা স্মারক সই এবং পুরোনো একটি চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে। সোমবার (২৫ মার্চ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। পরে দুই নেতার মধ্যে বৈঠক শেষে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই ও একটি চুক্তি নবায়ন করা হয়। দুই দেশের পক্ষে বইতে সই করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। সমঝোতাগুলো হলো- ভুটানের রাজধানীতে থিম্পুতে একটি বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট প্রতিষ্ঠা, কুড়িগ্রামে ভুটানের বিনিয়োগে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং ভোক্তা সুরক্ষায় প্রযুক্তিগত সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি। এছাড়াও নবায়ন হয়েছে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি চুক্তি। সোমবার সকালে চারদিনের বাংলাদেশ সফরে আসেন ভুটানের রাজা। প্রথমদিনই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক বসেন। এদিন দুপুর ১টার কিছু পরে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছান ভুটানের রাজা। এ সময় টাইগারগেটে রাষ্ট্রীয় অতিথিকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে দুই শীর্ষ নেতা একান্ত বৈঠকে বসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভুটানের রানি জেতসুন পেমা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

৮ মাসেই ২০৩ কোটি ডলার পরিশোধ, বেড়েছে চাপ

চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) প্রথম আট মাসে সরকার সুদ ও আসলসহ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করেছে ২০৩ কোটি ডলার। এর মধ্যে সুদ ৮০ দশমিক ৫৯ মার্কিন ডলার এবং আসল ১২২ দশমিক ৪০ কোটি ডলার। অথচ গত বছরের একই সময় অর্থাৎ প্রথম আট মাসে বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করেছিল ১৪২ দশমিক ৪১ কোটি ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে ৮ মাসে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বেড়েছে ৬১ কোটি ডলার। সোমবার (২৫ মার্চ) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্যে এমন চিত্র দেখা গেছে।

ইআরডি জানিয়েছে, ঋণ পরিশোধের ব্যয় এতটা বাড়ার পেছনে সুদ পরিশোধই মূলত ভূমিকা রাখছে। আট মাসে সুদ পরিশোধ করা হয়েছে ৮০ কোটি ৬০ লাখ ডলার (৮০৬ মিলিয়ন ডলার)। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ৪০ কোটি ৩০ লাখ ডলার সুদ বাবদ পরিশোধ করা হয়, যার তুলনায় এটি দ্বিগুণ হয়েছে। ইআরডি জানায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে উন্নয়ন সহযোগীদের ঋণ প্রতিশ্রুতি বেড়েছে। উন্নয়ন সহযোগীরা এসময়ে ৭২০ কোটি ডলারের ঋণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৭৮ কোটি ডলার। চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে ৯৯২ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি আদায়ের লক্ষ্য রয়েছে বলেও জানানো হয়। ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে সবচেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে এডিবির কাছ থেকে। এই সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া গেছে ২৬২ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি। এছাড়া জাপানের কাছ থেকে ২০২ কোটি ডলার, বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ১৪১ কোটি ডলারের ঋণ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

ইআরডির তথ্যমতে, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে বৈদেশিক অর্থছাড় হয়েছে ৪৯৯ দশমিক ৭ কোটি ডলার। এর আগের অর্থবছরের একই সময়ে অর্থছাড়ের পরিমাণ ছিল ৪৮৭ কোটি ডলার। এই সময়ে সবচেয়ে বেশি অর্থছাড় করেছে এডিবি। এই সংস্থা অর্থছাড় করেছে ১৩০ কোটি ডলার। জাপান ছাড় করেছে ১০৪ কোটি ডলার। এরপর বিশ্বব্যাংক ছাড় করেছে ৮৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার। এছাড়া রাশিয়া ৮০ কোটি ৫০ লাখ ডলার এবং চীন ৩৬ কোটি ১৭ লাখ ডলার ছাড় করেছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

ফের ভেসে আসছে গোলার বিকট শব্দ, আতঙ্কে সীমান্তবাসী

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মি ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সংঘাত ফের বেড়েছে। রোববার (২৪ মার্চ) রাত থেকে আবারও মর্টারশেল ও গুলির শব্দ ভেসে আসছে বাংলাদেশ প্রান্তে। সোমবার দিনেও টেকনাফের হোয়াইক্যংয়ের নাফ নদ সীমান্ত এলাকায় থেমে থেমে গোলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তবে, রাতের চেয়ে দিনে গোলাগুলির শব্দ কম। এসব শব্দে সীমান্ত এলাকার লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ভর করেছে। এর আগে সবশেষ ১৮ মার্চ গোলাগুলির শব্দ শুনেছিলেন এখানকার সীমান্ত এলাকার লোকজন। বিষয়টি নিশ্চিত করে হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য নূর কবির বলেন, রাত ১০টার পর থেকে থেমে থেমে সীমান্তে গোলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এতে আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয়রা। হোয়াইক্যং সীমান্তের খারাংখালী, নয়া বাজার, মিনা বাজার, কানজর পাড়া, জিম্মখালী, উনচিপ্রাং, লম্বাবিল সীমান্তে বিকট শব্দ ভেসে আসছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

একাত্তরে আপনি কোথায় ছিলেন, কোন সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন?

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, `দুপুরে নয়াপল্টন ময়দানে মির্জা ফখরুল মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ করেছেন, একাত্তরে আপনি কোথায় ছিলেন? আপনি কোথা থেকে ট্রেনিং নিয়েছেন? কোন সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন? ২৫ মার্চ গণহত্যা নিয়ে একটি শব্দ উচ্চারণ করেনি, তারা কারা? তারা পাকিস্তানের দালাল। মুক্তিযুদ্ধ সমাবেশ ভুয়া, এটি ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশ। হাতে গুনলে কয়জনকে পাবেন? যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে না, তারা কোনোদিন মুক্তিযোদ্ধা হতে পারে না।, সোমবার (২৫ মার্চ) বিকেলে ২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, `এরা দালাল, এদের কারণে গণহত্যার স্বীকৃতি আজও আমরা পাইনি। পাকিস্তানের কাছ থেকে আমাদের ন্যায্য পাওনা আমরা পাইনি। পাকিস্তানি নাগরিকেরা বছরের পর বছর বোঝা হয়ে আছে। কথা দিয়েও তাদের নাগরিকদের ফেরত নেয়নি। পাকিস্তান একাত্তরে গণহত্যা নিয়ে একটিবারও দুঃখ প্রকাশ করেনি। কোনো সরকারও প্রকাশ্যে যুদ্ধাপরাধীদের জন্য বাংলাদেশের কাছে তারা এ যাবত ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। পাকিস্তানের যারা দালালি করে তারা স্বাধীনতার শত্রু।,

সেতুমন্ত্রী বলেন, `বিএনপি পাকিস্তানি দালালি করে আমাদের শত্রু। এ শত্রুরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল, জেলে চার নেতা হত্যা করেছিল। জয় বাংলা, ৭ মার্চ নিষিদ্ধ করেছিল।, তিনি বলেন, বিদেশে আমাদের বন্ধু আছে প্রভু নেই। বিএনপির প্রভু আছে যারা তাদের স্বার্থের পক্ষে ওকালতি করে। আমাদের বন্ধুরা একাত্তরের পরীক্ষিত বন্ধু। বাংলাদেশের নির্বাচনে কোনো বিদেশি বন্ধু হস্তক্ষেপ করেনি। বিএনপির বন্ধুরা যখন নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করেছিল, তখন আমাদের বন্ধুরা নির্বাচনের পক্ষে স্ট্রংলি দাঁড়িয়েছিল।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

ট্রাক সিন্ডিকেটের, কবলে চাল, বাজারে অস্থিরতা

পিঁয়াজ ও চিনির পর এবার চট্টগ্রামে পাইকারি চালের বাজারে শুরু হয়েছে অস্থিরতা। যার প্রভাব পড়েছে খুচরা বাজারেও। চট্টগ্রামের অন্যতম চাক্তাই ও পাহাড়তলী পাইকারি বাজারে এক সপ্তাহের ব্যবধানে ৫০ কেজির বস্তায় জাতভেদে চালের দাম বেড়েছে ২০০ থেকে সাড়ে ৫০০ টাকা। চালের আড়তদাররা বলছেন, একদিনে উত্তরাঞ্চলের মোকাম থেকে চট্টগ্রামে চাল পরিবহনে হঠাৎ করে অন্যায্য হারে ট্রাকভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া এবং বোরো মৌসুমের ধান কাটা শুরুর মাঝামাঝিতে জোগান কমে যাওয়ায় বাজারে চালের দাম বেড়েছে। সরকার চালের দাম স্বাভাবিক রাখতে ৮৩ হাজার টন চাল আমদানির অনুমতি দিলেও ডলার সংকটসহ সামনে নতুন মৌসুম শুরু হওয়ার কারণে এসব চালের বড় অংশই আমদানি হবে না বলে মনে করছেন আড়তদাররা।

চট্টগ্রামের চাক্তাই পাইকারি বাজারের বড় ব্যবসায়ী ও চট্টগ্রাম চাল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ওমর আজম জাগো নিউজকে বলেন, `বছরের এ সময়ে কোনো কোনো সময় চালের দাম বাড়ে, কোনো সময় কমে। কারণ নতুন মৌসুম শুরুর কাছাকাছি সময়ে বাজারে চালের জোগান কমে যায়, নয়তো বেড়ে যায়। গত কয়েক বছর জোগান স্বাভাবিক থাকার কারণে দাম বাড়েনি। এবার সরবরাহে কিছুটা ঘাটতি পড়েছে। যে কারণে স্বাভাবিক নিয়মেই চালের দাম বেড়েছে।, (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

প্রমাণ করেছি, সীমিত সম্পদ দিয়েও দেশ এগিয়ে নেওয়া যায় : প্রধানমন্ত্রী

রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদ দিয়েও একটি দেশকে এগিয়ে নেওয়া যায় বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের ৫৪তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার (২৫ মার্চ) সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি এ কথা জানান। তিনি বলেন, আজকে ২০২৪ সালে স্বাধীনতার ৫৩তম বার্ষিকীতে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, আমরা দেশবাসীর প্রত্যাশা অনেকাংশেই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি। এটা কোনো অসার বাগাড়ম্বর দাবি নয়। বাংলাদেশ আজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল বিশ্বে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভাষণের শুরুতেই সরকারপ্রধান দেশে ও দেশের বাইরে বসবাসকারী বাংলাদেশের সব নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও রমজানের মোবারকবাদ জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, প্রিয় দেশবাসী, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থবার এবং ১৯৭৫-এর পর পঞ্চমবারের মতো সরকার গঠন করেছে। একই সঙ্গে আমার দল আমাকে পঞ্চমবারের মত প্রধানমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে। `দেশবাসীর প্রতি আমার কর্তব্য হিসেবে এবং আমার পিতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার কাজ আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমি বারবার এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। আমি চেষ্টা করেছি সবার সমর্থন এবং সহযোগিতা নিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের মাধ্যমে তাদের মুখে হাসি ফোটাবার।, প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর অস্ত্রের মুখে সামরিক শাসকেরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে কায়েম করে একনায়কতন্ত্র। স্থবির হয়ে পড়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে জাতির পিতার নেওয়া সব কার্যক্রম। জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের পরিবর্তে ক্ষমতাসীনরা নিজেদের ভাগ্য বদলাতে বিভোর হয়ে থাকে। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ একুশ বছরের ইতিহাস এদেশের মানুষের নিপীড়ন আর বঞ্চনার ইতিহাস। এসময় লুটপাট, দুর্নীতি, ইতিহাস বিকৃতি, মৌলবাদ এবং জঙ্গিবাদ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌল চেতনাকে ধূলিসাৎ করে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর এবং পশ্চাৎপদ দেশের তকমা পড়িয়ে দেওয়া হয়।

`নিদারুণ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অকাল মৃত্যু এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসার অভাব ছিল এদেশের মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। সাধারণ মানুষ এসব বঞ্চনাকে ভাগ্যের লিখন হিসেবে মেনে নিতো। তখন মানুষকে বুঝতেই দেওয়া হয়নি যে, তাদের প্রতি সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে কিছু আছে।, `১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে জনবান্ধব নীতি গ্রহণ করা শুরু করে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে কৃষকদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং ভূমিহীন, দুস্থ মানুষের জন্য বয়স্ক ভাতা, দুস্থ নারী ও বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, আশ্রয়হীনদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প, কমিউনিটি ক্লিনিক, নিরক্ষরতা দূর করা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার বিস্তার, যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতুসহ ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করি আমরা। এই সর্বপ্রথম সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন তাদেরও সরকারি সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।,

`প্রিয় দেশবাসী, আপনাদের ম্যান্ডেট নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিগত পনেরো বছরের অধিক সময় ধরে সরকার পরিচালনা করছে। এই পনেরো বছরের অভিযাত্রা একেবারেই কুসমাস্তীর্ণ ছিল না। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ, মহামারি, যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি দেশি-বিদেশি শক্তির নানা ষড়যন্ত্র আমাদের চলার পথকে বাধাগ্রস্ত করেছে বারবার। ঘূর্ণিঝড় আইলা ও সিডর এবং কয়েক দফা প্রলয়ংকরী বন্যা উপকূলীয় এবং নিম্নাঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে।,

শেখ হাসিনা বলেন, করোনাভাইরাস মহামারির কারণে শুধু আমাদের দেশের নয়, গোটা বিশ্বের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়েছিল। সে ধকল কাটতে না কাটতেই ২০২২ সালের গোড়ার দিকে শুরু হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক অবরোধ-পাল্টা অবরোধ আরোপের ফলে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলো চরম সঙ্কটের মুখে পড়েছে। নিত্যপণ্যের উৎপাদন ও বিপণন যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনই এসব পণ্যের স্বাভাবিক চলাচলও বাধাগ্রস্ত হওয়ায় পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সঙ্গে গত বছরের শেষে যুক্ত হয়েছে গাজায় ফিলিস্তিনের ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর গণহত্যা। `প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগও জনজীবনে কম দুর্ভোগের কারণ হয়নি। ২০১৩-১৪ সময়ে এবং ২০১৬ সালে বিএনপি-জামাতের দেশব্যাপী হরতাল-অবরোধ, অগ্নিসন্ত্রাস, অগণিত মানুষ হত্যার মত নৃশংসতা এখনো জনমনে গভীর দাগ কেটে আছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি এবং তার মিত্ররা এবারও হরতাল-অবরোধ, অগ্নিসংযোগের মত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছিল। কিন্তু জনগণের প্রতিরোধের মুখে এবার তাদের পিছু হটতে বাধ্য হতে হয়। তবুও তাদের হাতে বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান এবং কয়েকশো কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়।,

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এসব অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে আমরা দেশের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিগত দেড় দশকে আর্থ-সামাজিক খাতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে। তিনি বলেন, অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের অভিঘাত মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার, দারিদ্র্য বিমোচন, অবকাঠামো উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়নসহ সব খাতে আজকে দৃশ্যমান পরিবর্তন লক্ষণীয়। এক সময়ের দারিদ্র্য-জ্বরাক্লিষ্ট বাংলাদেশ আজ সক্ষম উদীয়মান অর্থনীতির দেশ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

জনগণের প্রতিরোধের মুখে বিএনপি-জামায়াত পিছু হটতে বাধ্য হয় : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি-জামায়াত এবারও হরতাল-অবরোধ, অগ্নিসংযোগের মতো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছিল। কিন্তু জনগণের প্রতিরোধের মুখে তাদের পিছু হটতে বাধ্য হতে হয়। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগও জনজীবনে কম দুর্ভোগের কারণ হয়নি। ২০১৩-১৪ সময়ে এবং ২০১৬ সালে বিএনপি-জামাতের দেশব্যাপী হরতাল-অবরোধ, অগ্নিসন্ত্রাস, অগণিত মানুষ হত্যার মতো নৃশংসতা এখনো জনমনে গভীর দাগ কেটে আছে। তিনি আরও বলেন, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপি ও তার মিত্রদের হাতে বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান এবং কয়েকশো কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। দেশের ৫৪তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার (২৫ মার্চ) সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এসব অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে আমরা দেশের অগ্রযাত্রা আরও বেগবান করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিগত দেড় দশকে আর্থ-সামাজিক খাতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে। তিনি বলেন, অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের অভিঘাত মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম আর নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণভাবে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের এই স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব খর্ব করার এবং অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র আজও থামেনি। ষড়যন্ত্রকারীরা এখনো ওত পেতে বসে আছে কীভাবে বাংলাদেশের অগ্রসরমান অভিযাত্রা স্তব্ধ করা যায়। তিনি বলেন, একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও পঁচাত্তরের ঘাতক এবং তাদের দোসররা এখনো তৎপর রয়েছে পরাজয়ের বদলা নিতে। সুযোগ পেলেই তারা আঘাত হানবে। তাদের সামনে একমাত্র বাধা আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগকে ছলেবলে-কৌশলে নিশ্চিহ্ন বা দুর্বল করতে পারলেই পরাজিত শক্তির উত্থান অনিবার্য। কাজেই কাণ্ডারি হুঁশিয়ার।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, প্রিয় দেশবাসী, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাদের ওপর আবারও আস্থা রাখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য, যে উন্নয়ন-অগ্রগতি আমরা এখন পর্যন্ত সাধন করেছি, তা আরও এগিয়ে নিয়ে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। যে বাংলাদেশ হবে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলাদেশ।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৫.০৩.২০২৪ নারগীস)

BBC

RUSSIA CHARGES FOUR MEN OVER MOSCOW CONCERT ATTACK

Russia has charged four men it says attacked a Moscow concert hall and killed at least 137 people. Three were marched bent double into a Moscow court while the fourth was in a wheelchair. All were charged with committing an act of terrorism. The Islamic State group, or IS, said it carried out Friday's outrage at Crocus City Hall, and posted video evidence. Russian officials have claimed, without evidence, Ukrainian involvement. Kyiv says the claim is absurd. (BBC Web Page: 25/03/24, FARUK)

US VP HARRIS WARNS ISRAEL OF CONSEQUENCES OF RAFAH ASSAULT

Israel could face consequences if it launches a ground assault on the city of Rafah in southern Gaza, the US vice president has warned. Vice President Kamala Harris said in an interview that aired on Sunday that it would be a huge mistake for the Israeli military to move on the city. The comments appear to underscore the continued strain in relations between Washington and Tel Aviv as the latter's war in Gaza continues. The United States and other Israeli allies continue to warn against an assault on Rafah, where over 1 million Palestinian civilians are sheltering. (BBC Web Page: 25/03/24, FARUK)

BRAZIL RACES TO THE RESCUE AS STORM DEATH TOLL RISES

Rescuers raced against the clock on Sunday to help isolated people in Brazil's mountainous southeast, after storms and heavy rains killed at least 25 people in two states. A weekend deluge pounded the states of Rio de Janeiro and Espirito Santo, where authorities described a chaotic situation due to flooding. The death toll in Espirito Santo rose from four to 17 as rescuers advanced, aided by water levels that had dropped overnight as the rainfall temporarily subsided. The most affected municipality was Mimoso do Sul, a town of almost 25,000 inhabitants in the south of Espirito Santo, where flooding has killed at least 15 people. (BBC Web Page: 25/03/24, FARUK)

US AND JAPAN TO STRENGTHEN MILITARY TIES AS THEY EYE CHINA

Japan and the United States are in talks to boost military cooperation as they eye a growing threat from China. The two countries are discussing increased integration and cooperation, Japan's government spokesman Yoshimasa Hayashi said on Monday. Reports suggest that US operations in the country will be seriously upgraded as Washington looks to counter any potential threat from China. US President Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida will unveil a plan in April to restructure the US military command's East Asia command structure, the Reuters news agency reports. The agenda for the summit has not yet been decided, Hayashi added. (BBC Web Page: 25/03/24, FARUK)

PHILIPPINES SUMMONS BEIJING ENVOY OVER SOUTH CHINA SEA WATER

The Philippines has summoned Beijing's envoy after accusing the Chinese Coast Guard of wounding three of its soldiers during a water cannon attack in the disputed South China Sea. The Philippines Department of Foreign Affairs, in a statement on Monday, said Manila conveyed its strong protest against the aggressive actions undertaken by China's Coast Guard and Chinese maritime militias against the Philippine mission near the Second Thomas Shoal in the South China Sea. The department said it has also instructed its mission in Beijing to lodge a formal complaint over the incident. The move comes a day after Philippines National Security Adviser Eduardo Ano said the confrontation wounded three Filipino soldiers caused severe damage to the Unaizah May 4 vessel.
(BBC Web Page: 25/03/24, FARUK)

OPPOSITION LEADING RACE FOR SENEGAL PRESIDENCY

Opposition leader Bassirou Diomaye Faye has emerged as favourite to win Senegal's presidential election, after several rivals conceded. Millions took part in a peaceful vote on Sunday, following three years of turbulence and opposition protests against the incumbent, Macky Sall. Voters had a choice of 17 candidates. However, the ruling coalition's choice, Amadou Ba, rejected reports of defeat and said he expected to contest a run-off vote to decide a winner. (BBC Web Page: 25/03/24, FARUK)

INDIANS CELEBRATE HOLI - THE FESTIVAL OF COLOURS

Millions of Indians are celebrating Holi, known as the festival of colours, at home and abroad. The festival celebrates the beginning of spring and the victory of good over evil. Held on the last full-moon day of the luner month, the festival sees people smearing bright

colours on friends and family and offering prayers. Holi is based on the Hindu legend of Holika, a female demon, who tries to kill her nephew Prahlad because he worships the Hindu god Vishnu. But Prahlad miraculously survives the burning fire even as Holika is consumed by the flames. (BBC Web Page: 25/03/24, FARUK)

SIMON HARRIS - THE MAN ON THE BRINK OF IRISH HISTORY

Simon Harris is set to replace Leo Varadkar, not only as PM but also as the youngest person ever to lead the Republic of Ireland. At 37, be is a year younger than Mr Varadkar was when he took the same job in 2017. For Simon Harris, it has been a rapid rise to the top of Irish politics, but then he did start out very early. The County Wicklow native organized his first political meeting at just 16 years of age. He was also in such a hurry to start his career in politics that he dropped out of college without finishing his degree.
(BBC Web Page: 25/03/24, FARUK)

UK'S SUNAK TO UNVEIL $252M INVESTMENT IN NUCLEAR DETERRENT

United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak is set to announce plans to invest 200 million pounds ($252m) in the country's nuclear deterrent and civil nuclear industry. Sunak have on Monday announced a national endeavor to secure the future of the nuclear submarine-building and nuclear energy industries, creating 40,000 jobs in the process, the prim minister's office said in a statement on Monday. Under the plan, the government will create a fund for the northern England town of Barrow-in-Furness to help support people taking up jobs, improve transport links and build more homes. (BBC Web Page: 25/03/24, FARUK)

::The End::